DYE PRINTING WORKS.
8, Kambuliatola Lane,
CALCUTTA-5.

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ।

(পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক দৃশ্যকাব্য)

শ্রীমণিলাল দত্ত প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

Calcutta:

Printed & Published by S. C. Sen at the

GREAT TOWN PRESS.

163, Musjeedbari Street.

1891.

যাঁহার সহিত

এককালে বাল্যখেলা খেলিয়া তৃপ্ত হইতাম,

যিনি নিজে

সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইয়া সখ্যতার পরকাষ্ঠা

প্রদর্শন করিয়াছেন,

সেই প্রিয়তমবন্ধু

শ্রীনরেন্দ্র নাথ মিত্রের

করকমলে

এই ক্ষুদ্রপুস্তক উপহার প্রদত্ত হইল !

প্রকাশকের নিবেদন।

আজ পর্য্যন্ত অনেক গুলি "পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ" প্রকাশিত হইয়াছে, অনেকগুলি অপ্রকাশিত অবস্থায় অভিনীত হইতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, একখানিও মনের মত হয় নাই—একখানিও প্রাণের ভিতর ভাবের ফোয়ারা ছুটাইতে পারে নাই—একখানিও পাঠ করিয়া কেশরাশী কণ্টকিত হয় নাই। তাই আমি,—এতগুলি "পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ" বর্ত্তমান থাকিতেও এই পুস্তকখানি প্রকাশিত করিলাম—আশা করি ইহাতে পাঠকগণ প্রীত হইবেন।

পরিশেষে নিবেদন;—আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত বাবু মণিলাল দত্ত মহাশয়, তৎপ্রণীত এই "পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ" নামক পুস্তকখানি, নিঃস্বার্থভাবে, আমায় এক হাজার কাপি মুদ্রিত করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

বিনীত নিবেদক

শ্রীশরৎকুমার সেন।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

পরীক্ষিত।

জন্মেজয়।

মন্ত্রী।

বিদূষক।

শমীক।

কৃশ।

শৃঙ্গী।

গৌরমুখ।

কালপুরুষ।

ব্রহ্মা।

কাশ্যপ।

তক্ষক (ছদ্মবেশী)

স্ত্রীগণ।

রাজ্ঞী।

বসুমতী।

ব্রাহ্মণী।

কৌশিকী (মূর্ত্তিমতী)

বনদেবীগণ।

সহচরীগণ।

সেনাপতি, কোষাধ্যক্ষ, অমাত্যগণ, কয়েকজন প্রজা, কয়েক-জন বিষবৈদ্য, দুইজন ঋষি, ছদ্মবেশী নাগগণ।

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(দৃশ্য—রাজ কক্ষ)

(পরীক্ষিত এবং বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক। তায় আমি খুব রাজী আছি মহারাজ! বুড়ো মন্ত্রী খালি রাজকার্য্যই চায়! নীরস প্রাণ—নীরস কথাই ভালবাসে—

পরী। বয়স্য! আচ্ছা তুমি কি ভালবাস?

বিদূ। বল্‌বো কেন?

পরী। না বল্‌লে আমি জান্‌বো কেমন করে?—কোন দ্রব্য তোমার অভিপ্রেত।

বিদূ। তা বল্‌লে কি হয়! সব কথা কি যার তার সামনে বলা যায়?

পরী। আচ্ছা—বয়স্য! তোমার ব্রাহ্মণী কি ভালবাসেন?

বিদূ। (হাস্য)

পরী। কি বয়স্য! মনের মত কথা হয়েছে না কি?

বিদূ। (উচ্চহাস্য)

পরী। কিহে! অত হাস্‌চো কেন? বেজায় আনন্দ যে দেখ্‌চি!

বিদূ। আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ! (হাস্য)

পরী। "হ্যাঁ" কি বলো! হেসেই যে পাগল হ'লে?

বিদূ। আজ্ঞে বল্‌বো কি, ঐটে যেন কেমন তর কাতুকুতু দেওয়া কথা। যেই ও নাম করা, অমনি হাসির বন্যাস্রোত প্রবাহিত হওয়া, বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়া—হাসিতে ভেসে যাওয়া।

পরী। কি অসংলগ্ন কথা কইচো। বলি আমার সঙ্গে মৃগয়ায় যাওয়া ঠিক তো?

বিদূ। হ্যাঁ,—তা আর বল্‌তে—গৃহিণীর কাছে বিদায় নিয়ে পর্য্যন্ত আসা হয়েছে। (হাস্য)

পরী। তবে প্রস্তুত!

বিদূ। প্রস্তুত বলে প্রস্তুত! পা বাড়িয়ে রয়েছি—গেলেই হয়। কিন্তু—

পরী। আবার "কিন্তু" কি ?

বিদূ। ওইতো ! চম্‌কে দেন কেন মহারাজ !

পরী। আচ্ছা বলো বলো,—কথাটা কি খুলে বলো।

বিদূ। আজ্ঞে—এঁ—এঁ—এই খাওয়া দাওয়ার কথাটা—এই—ওটা ঠিক করে গেলেই তো হতো ?

পরী। তা বেশ উত্তম মধ্যম হ'বে এখন।

বিদূ। চড়টা—চাপড়টা ?

পরী। তা কেন হে ? বেশ রীতিমত ! চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়—চতুর্ব্বিধ প্রকারে।

বিদূ। আহা—আ—আ—মুখে জল আস্‌ছে মহারাজ !

পরী। সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃত হিংস্রজন্তু পরিবৃত স্থানে যেতে তোমার সাহস হ'বে তো ?

বিদূ। সেকি মহারাজ ! একথা তো পূর্ব্বে কিছুই হয় নাই। (কিঞ্চিৎ চিন্তার পর) কাজ নাই মহারাজ ! ও, গৃহিণীর অঞ্চল ধরে থাকাই ভাল। গরীব ব্রাহ্মণের কি ওসব পোষায় ? বাপ্ !—

পরী। তবে আর আমার দোষ নাই—মনে করেছিলেম, এবার তোমার গৃহিণীর দুই চারি খানি অলঙ্কারের সংস্থান করে দেবো—তা আর হলো না।

বিদূ। (ব্যগ্রভাবে) কেন মহারাজ! কেন? বলেন তো আমি আগে মৃগয়ায় যাই।

পরী। মৃগয়ায় বড় আমোদ না?

বিদূ। বেজায়—

পরী। তবে বাঘ দেখ্‌লেই ভয় পায় না?

বিদূ। ও—বাবারে (অঙ্গভঙ্গী) যতবার দেখা যায়, ততবার মরা যায়। মন্ত্রীতো ঠিকই বলে। ওসব রাজা রাজ্‌ড়ার সাজে—গরীব ব্রাহ্মণের ফলারের সঙ্গে যুদ্ধ করাই রীতি—ফলারই শীকার! ফলারই আহার!!

পরী। তবে চলো?

বিদূ। আজ্ঞে হ্যাঁ!

পরী। "হ্যাঁ" বলে আবার দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যেতে মন সর্‌চে না নাকি?

বিদূ। কোথায় থাকা হ'বে?

পরী। বনে।

বিদু। ঠাট্টা কচ্চেন? তা' আমায় ভীরু মনে করবেন না।

পরী। ঠাট্টা আবার কি! বাঘ্ ভাল্লুকের সাম্‌নে না গেলে কি শীকার করা হয়—তারা কি আর আপ্‌না আপ্‌নি ধরা দেবে? শীকার কর্ত্তে গেলেই গহন বনে যেতে হয়।

বিদূ। (ভীতিকম্পিত স্বরে) ও বাপ্‌রে! ওটা ছাড়া মহারাজ! আর সব পারবো, কেবল ঐটী থেকে গরীব ব্রাহ্মণকে অব্যাহতি দিতে হচ্চে—ওতে আমি সম্পূর্ণ নারাজ! ব্রাহ্মণীরও বারণ!

পরী। আচ্ছা তাই হবে! এখন চলো।

বিদূ। চলুন।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(দৃশ্য—পূজা গৃহ)

[সহচরীগণ পরিবৃত রাজ্ঞী উপবিষ্টা]

রাজ্ঞী। সখি! কায়মনে নারায়ণের পূজা কল্লেম, কিন্তু প্রাণতো এখনও সুস্থির হলো না!

যেন আমার সম্মুখে, পশ্চাতে, অমঙ্গল ছায়া নৃত্য কর্‌ছে। কানে কানে, কি অস্ফুট স্বর, যেন বলে দিচ্চে "তোমার কপাল পুড়েছে।"

১ম সখি। কেন সখি! মহারাজতো কত-বার মৃগয়ায় গিয়েছেন, তুমিতো কখনও এমন অস্থির হও নাই, এবারে কেন এত অধীরা হ'চ্চ?

রাজ্ঞী। কি জানি সখি! কিছু পরিস্কার করে তোমাদের বল্‌তেও পাচ্চি না—অথচ প্রাণ যেন কেঁদে কেঁদে উঠ্‌চে! মনে হচ্চে, যেন আমার সর্ব্বনাশ অতি নিকটে—(ক্রন্দন)

২য় সখী। ছি সখি! এত অধীরা হলে মহারাজ শুনে কি বল্‌বেন? ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ সখা অর্জ্জুন, মহাবীর বৃকোদর, কত শত সহস্র বিপদে পতিত হয়েছিলেন, কিন্তু পাঞ্চালীর সহ্যগুণ একবার স্মরণ কর—তাহলেই মনে বল পাবে, বিপদে ধৈর্য্য ধারণ কত্তে অনায়াসে সক্ষম হ'বে।

৩য় সখী। একমনে নারায়ণের পাদপদ্ম স্মরণ কর, পাণ্ডবসখা শ্রীমধুসূদন অবশ্য সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন। পাণ্ডুবংশ চিরকাল

তাঁহার আশ্রিত—সেই বংশে একমাত্র কীর্ত্তিধ্বজ মহারাজ পরীক্ষিত! ধর্ম্মে যুধিষ্ঠিরের ন্যায়, বীর্য্যে অর্জ্জুন আর্জ্জুনীর তুল্য, সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী, সসাগরা পৃথিবীর একমাত্র অধীশ্বর! কার সাধ্য তাঁর অমঙ্গল করে?

১ম সখী। তবে যদি বিধাতার একান্ত ইচ্ছা হয়, কে তাহা খণ্ডন করিবে বল? বিধিলিপি খণ্ডন করা বিধাতারই অসাধ্য—মানুষ কোন ছার!

জয়জয়ন্তী—একতালা।

বিপদবারণ হরি, বিপদ কর বারণ।
পড়েছি বিপদে আজি, রাখহে মধুসূদন॥
দ্রৌপদী বিপদে পড়ি, তরেছিল তোমা স্মরি,
কুরুপাণ্ডবীয় রণে, সারথী হে জনার্দ্দন॥
মদন মোহন শ্যাম, অন্তর্যামী ভগবান,
অন্তর বেদন তুমি, জান ত্রিগুণ ধারণ॥
নারী আমি জানি না হে, তাই তোমা স্মরি হরি,
কেন প্রাণ কেঁদে উঠে, বল হে দীনতারণ॥

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(দৃশ্য—অরণ্য)

(মৃগয়াবেশী রাজা পরীক্ষিতের প্রবেশ)

পরী।—ব্যর্থ মম অব্যর্থ সন্ধান! পূরিল না মনস্কাম।
হায়! হায়!! বিঁধিয়াও না বিঁধিল সন্ধান।
এই ভুজে আর নাহি কিরে বল?
জ্যা-রোপণে নাহি ফলে ফল!
কুরঙ্গ পলায়—এড়ায়ে সন্ধান।
ব্যর্থ কিরে মম লক্ষ্য?
ধিক্ বাহুবল—একি অমঙ্গল!
কখনতো হয়নি এমন?
যেন অমঙ্গল ছায়া—মৃগরূপ ধরি—
ব্যঙ্গ করি মোরে—পলাইল দূরে।
দেখি, পুনঃ ধাই মৃগ অন্বেষণে!

(বেগে প্রস্থান)

(গীত গাহিতে গাহিতে কৃশর প্রবেশ)

হাম্বির মিশ্রিত—একতালা।

প্রাণ ভরে গাও হরিনাম গুণ,
তাহে তরে যা'বে এ মর ভুবন।

অমৃত মাখান—হরিনাম গান—
স্থধাপান কর জগত জন ॥
সে নাম গাহিলে, সব যাবে ভুলে,
গাও সবে মিলে, প্রাণ মন খুলে,
তপোবন মাঝে সকলে মিলিয়ে,
প্রতিধ্বনি তোল ভুলিয়ে আপন ॥

কৃশ।—তপোবনে কেন আজি এত অনাচার?
কুরঙ্গ সভয়ে পলায়—তরুশাখা ভুতলে লুটায়,
বনস্থলী আলোড়িত প্রায়;
বুঝি, নৃপ, আসিয়াছে মৃগয়া কারণে।
শৃঙ্গী কোথা গেল?
গিয়াছে বুঝি কৌশিকী তীরে?
যাই—দেখি, আশ্রমে বারেক!

(প্রস্থান)

(বেগে পরীক্ষিতের প্রবেশ)

পরী।—বারিদানে তৃপ্ত কর কে আছ কোথায়,
শ্রমে ক্লান্তদেহ—পিপাসায় প্রাণ যায়।
বুক ফেটে যায়—কণ্ঠতালু শুষ্ক প্রায়,
একবিন্দু দেহ বারি, মৃগয়ায় শ্রান্ত কায়।

বৃক্ষপত্র নাহি নড়ে, সমীরণ নাহি বয়,
নীরব এ তপোবন ! বুঝি প্রাণ বাহিরায় !

(চতুর্দ্দিক দৃষ্টি)

ওই যে অদূরে আশ্রম নেহারি,
আছে কি হোথায় তাপস সুজন ?
পিপাসীরে করিবে না বিন্দুমাত্র বারিদান ?
যাই তবে, যাই ত্বরা, করিগে সন্ধান।

(বেগে প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(তপোবন—আশ্রম)

[যোগমগ্ন মহর্ষি শমীক উপবিষ্ট]

(বেগে পরীক্ষিতের প্রবেশ)

পরী।—দেহ দেহ, দেহ মোরে বিন্দুমাত্র বারি,
পিপাসায় কণ্ঠাগত প্রাণ।
বহু পরিশ্রমে হয়েছি কাতর,
আর নাহি বাহিরায় স্বর,
রক্ষ প্রাণ বারিদানে ধ্যানমগ্ন মুনি !

হস্তিনার রাজা দুয়ারে অতিথি,
কাঁপে কায়, দারুণ এ পিপাসায়,
আঁখি জ্যোতি হয় হারা—বুঝি নিভে যায়,
বারিদানে রক্ষ প্রাণ ওহে সদাশয় !

(কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে স্থিতি)

(সহসা ক্রোধান্ধ হইয়া) এত দর্প ! না দেহ উত্তর ?
পিপাসায় ফেটে যায় প্রাণ,
হস্তিনার রাজা আমি মোর অপমান ?
দুয়ারে অতিথি, ডাকে সকাতরে—
"প্রাণ যায় রক্ষা কর" বলি,
তার প্রতি নাহি হও কৃপাবান ?
অতিথি সৎকারে তোর অন্ধ দুনয়ন ?
রাজা আমি,—মোর করে—
শিষ্টের পালন, দুষ্টের শাসন ভার ;
ধৃষ্টযোগী, ধৃষ্টতার উপযুক্ত দিব প্রতিফল।

(ইতঃস্তত নিরীক্ষণ করিতে করিতে পতিত মৃতসর্প দৃষ্টে—ধনু অগ্রভাগে উত্তোলন করতঃ শমীকের গলদেশে বেষ্টন)

অতিথি সৎকারে, বিমুখ যে জন,

তার সম পাতকীর—
ধর্ম্মরাজ্যে বাস নাহি প্রয়োজন।

(বেগে প্রস্থান)

(কৃশর প্রবেশ)

কৃশ।—ওকি মহারাজ!
ক্রোধভরে কোথা চলে যান?
এই না শুনিনু কাতর চীৎকার!
এই না শুনিনু—"পিপাসায় ফেটে যায় প্রাণ!"
ফের ফের মহারাজ! ধর, ধর মম বাণী।
ওই ওই নৃপ অদৃশ্য হইল?
কি না বলিবেন মহর্ষি শমীক,
যবে শুনিবেন, আশ্রমে অতিথি বিমুখ!
হায়! হায়! যোগমগ্ন মহামুনি,
ধ্যানযোগে নয়ন মুদিত, বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত
শবসম সমাচ্ছন্ন আপনা ভুলিয়ে।
কেমনে শুনিবেন কর্ণে, মহারাজ!—
কাতর ক্রন্দনধ্বনি তব?
মহারাজ রাজচক্রবর্ত্তী তুমি,
বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানের আধার!

সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত!
জাননা কি, যবে যোগী মত্ত আরাধনে—
হয়ে ক্রিয়াহীন দৈহিক নিয়মে,
সংসারের কোন তত্ত্ব পশেনা শ্রবণে—?

(কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া)

একি! মৃত সর্প কে দিল মুনির গলে?
কার সাধ শমন সদনে যেতে?
ওহো সকলি বুঝেছি!
তাই নৃপ রোষভরে গেল চলি,
মহর্ষির করি অপমান?
এত দম্ভ! এত গর্ব্ব তব আত্মম্ভরী নৃপ!!
যোগমগ্ন যোগী, মৃত সর্প দিয়ে তাঁর গলে—
অপমান করিলে ঋষির?
একি রাজধর্ম্ম! একি ক্ষত্রোচিত কার্য্য!!
লোকে বলে, "পরীক্ষিত ধার্ম্মিক রাজন"
এই কিহে ধর্ম্মজ্ঞান তব?
চাটুকারে বুঝি তবে তব গুণ গায়?
শৃঙ্গী! শৃঙ্গী!! কোথা শৃঙ্গী তুই ভাই!
দেখে যারে—দেখে যারে—পিতার দুর্দ্দশা।

(বেগে প্রস্থান)

(পট—পরিবর্ত্তন)

(দৃশ্য—বনের অপর পার্শ্ব)

(কালপুরুষের প্রবেশ)

কাল।—হায় ! এ দশায় রাজারে দেখিতে হ'বে !
মহারাজ পরীক্ষিত ধার্ম্মিক সুজন !
বিধির আদেশে, নবীন বয়সে,
ধরা হতে, কেমনে তা'রে করিব অন্তর ?
এখনও শৃঙ্গী দেয় নাই অভিশাপ,
বিধি লিপি পূর্ণ হতে—
এখনো তো বাকি আছে কিছু ;
যাই, সাধি বিধাতায়—
যদি কোন রূপে রক্ষা হয় পাণ্ডুবংশধর।

(প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(দৃশ্য—কৌশিকী তীর)

[মুদিতনেত্রে শৃঙ্গী উপবিষ্ট]

সারঙ্গ—ত্রিতাল।

ওহো! ঘোর আঁধারে ওই পূরিল ভুবন,
ভানু অস্তাচলে ডুবি গেছে আঁধারি কানন,
মরম বেদন জানাব কায়!
মনে মনে নারায়ণে ডাকি কাতরে,
অন্তরে জানিছ দেব! জানাব কি ক'রে,
জানাবার হতো যদি, হৃদয় চিরে—
দেখাতাম হরি জ্বলি যে জ্বালায়।
পূজিব শ্রীচরণ, অন্তরে স্মরি তোমা,
অন্তর আনন্দময় সাধনেরি ধন,
তব পদ ভাবি কাটাব জীবন,
বিভোর মন প্রাণ সঁপেছি তোমায়॥

(কৃশর প্রবেশ)

কৃশ।—সেথা যোগমগ্ন ঋষি,
মৃত সর্প দোলে তাঁর গলে,

হেথা পুত্র তাঁর আনন্দে বিভোর!
শৃঙ্গী! শৃঙ্গী!—

শৃঙ্গী।—(চক্ষুরুন্মিলন করিয়া) কে কৃশ!
কেন ভাই অসময়ে ডাকিলে আমায়?

কৃশ।—কি বলিব বুক ফেটে যায়,
ক্রোধে থর থরি কাঁপে দেহ।
তুমি ভাই শমীক তনয়,
মনে মনে কত গর্ব্ব তব,
দর্প চূর্ণ হয়েছে এবার!

শৃঙ্গী।—কেন ভাই কর পরিহাস!
পাপকথা কেন আন মুখে?
ধর্ম্মজ্ঞানী, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত,
সুরাসুর পূজে যাঁরে
যাঁর তপে, বাসবের টলে সিংহাসন,
তাঁর কথা লয়ে পরিহাস কর তুমি?

কৃশ।—আর বলোনা বলোনা, সে কথা তুলোনা,
জানা আছে গর্ব্বরাশি তব।
তাঁর যশোগান, আর, করোনা করোনা,
শুনিলেও হাসি আসে মুখে;
ঘটনায় জানা গেল ক্ষমতা তাঁহার।

শমীক-নন্দন! গরবে মেদিনী ঠেকেনা পায়,
ঘটনার স্রোতে, গর্ব্ব তব—
তৃণসম ভাসি চলি যায়।
শৃঙ্গী! শৃঙ্গী!!
দেখ নাই, দেখ এস পিতার দুর্দ্দশা!

শৃঙ্গী।—কি বল কি বল, "পিতার দূর্দ্দশা!"

কৃশ।—ব্রহ্মজ্ঞানি, ব্রহ্মতত্ত্বপরায়ণ—
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত! যোগবিশারদ!!
যার কথা লয়ে, কর এত অহঙ্কার,
সেই জনক তোমার—মৃত সর্প গলে ধরি,
মহা অপরাধে আপরাধী তস্কর সমান—
ভুঞ্জিতেছে রাজার শাসন।
শমীক নন্দন বলি,
মিছে, অহঙ্কার আর করোনা করোনা।
পিতৃ অপমান, যদি রোধিতে পারনা,
কলঙ্ক পশরা শিরে ধরোনা ধরোনা,
ডুবে মর কৌশিকীর সুশীতল জলে;
ও মুখ দেখাও না—
পাপপ্রাণ রেখোনা রেখোনা।

শৃঙ্গী।—কৃশ! কেন কর এত পরিহাস!

বল মোরে ত্বরা—
কে করেছে মোর পিতৃ অপমান?
যক্ষ রক্ষ দেব নরে, হেন সাধ্য কেবা ধরে,
করে ব্রাহ্মণের অপমান।
কহ মোরে ত্বরা, কেবা সেই মূঢ়!
কার শিরে দংশিয়াছে ফণী?
কার বলো রন্ধ্রগত শনি?
স্ব-ইচ্ছায় কে পশিয়াছে জ্বলন্ত অনলকুণ্ডে?

কৃশ। শুন তবে, শুনিতে বাসনা যদি—
সে বিষাদকাহিনী।
পাণ্ডুকুলধুরন্ধর মহারাজ পরীক্ষিত,
সসাগরা পৃথিবীর একমাত্র অধিপতি,
মৃগয়ায় পরিশ্রান্ত হয়ে—
বারি আসে প্রবেশিয়া শমীক আশ্রমে,
মাগিলেন পিপাসার বারি।
জনক তোমার—মগ্ন যোগে,
তৃষিতের আর্ত্তনাদ পশিল না শ্রবণে তাঁহার;
ক্রোধে নৃপ জ্ঞান শূন্য হয়ে,
তব পিতৃগলে মৃত সর্প দিলা তুলি।
এখনও মহামুনি—মগ্ন মহাযোগে,

এখনও সে মৃত সর্প রয়েছে জড়িত,
দেখিবার সাধ হয়—চল মোর সাথে।

শৃঙ্গী।—কৃশ এখনও রসাতলে পশেনি মেদিনী ?
এখনও শিরে তার বজ্রাঘাত হয়নি ?
এখনও পরীক্ষিত ধরাপরে করে বিচরণ ?
ধরিত্রী এখনও বহে তার ভার ?
ভো ব্রহ্মণ্যদেব ! অন্তর্যামী ভগবান !
সকলি দেখেছ তুমি।
তোমা সাক্ষ্য করি, দিব আজি অভিশাপ ;
যদি মূহূর্ত্তও তোমা পূজে থাকি কায়মনে,
বিন্দুমাত্র পুণ্য, যদি থাকে মোর,
সেই বলে, যেন সত্য হয় মম বাণী—
ফলে যেন অভিশাপ।
সাক্ষী হও চন্দ্র স্থর্য্য! দেবতা তেত্রিশ কোটি !
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর যে যথায় আছ।
সাক্ষী হও বনদেবী ! দিকপত্নী সবে,
সাক্ষী হও বেদমাতা, গগণের তারামালা,
তপাচারী, ব্রহ্মচারী, পৃথিবীর নর,
সাক্ষী হও সমীরণ,
দেশে দেশে বহ মূঢ় পরীক্ষিত কথা।

(কৌশিকীর জলে অবতরণ করিয়া)

মা কৌশিকি !
আজি, লয়ে করে তব পূত বারি,
দিব অভিশাপ।
যদি কায়মনে পূজে থাকি নারায়ণে,
যদি ব্রহ্মতেজ বিন্দুমাত্র থাকে মোর দেহে,
সবে সাক্ষ্য করি, কহি বিষাদ অন্তরে—
সপ্তদিন হইবে না গত—
দুরন্ত তক্ষক আসি দংশিবে রাজায় !
সুরাসুর নাগনর,
দেবতা তেত্রিশ কোটি সহ নারায়ণ,
কেহ নৃপে নারিবে রক্ষিতে।
মরম যাতনায়, বিদগ্ধ অন্তরে—
বাহিরিল যাহা, আজি, মোর মুখ হতে,
ফলিবে নিশ্চয়—দংশিবে তক্ষক।

(তীরে উঠিয়া)

চল কৃশ ! চল দেখি পিতার দুর্দ্দশা !
মূঢ় পরীক্ষিত এত দর্প তোর,

বিনা দোষে ব্রাহ্মণের কর অপমান ?
ভুঞ্জ আজি, নিজ কর্ম্ম ফল।

(উভয়ের প্রস্থান)

(সহসা চতুর্দ্দিক আলোকিত হওন।

(শূন্যে ব্রহ্মা ও কালপুরুষের প্রবেশ)

কাল।—সৃষ্টিকর্ত্তা ! এই কি উচিত বিধান ?
এই ছিল পরীক্ষিত ভালে ?
মহারাজ, রাজচক্রবর্ত্তী—সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত,
পুণ্যবান পরীক্ষিত !
লঘুপাপে গুরুদণ্ড হ'ল তাঁর ?

ব্রহ্মা।—শুন তত্ত্ব, অপূর্ব্ব রহস্য কথা !
কুরুপাণ্ডবীয় রণে, মহা মহাবীর গণে,
কক্ষচ্যুত তারাসম, ধরণী শয়নে,
একে একে সকলেই খসিয়া পড়িল !
দ্রোণাচার্য্য শিক্ষাগুরু অজেয় জগতে,
দেবতার বরে, ইচ্ছা মৃত্যু বিধান তাঁহার !
শুনি "অশ্বত্থামা হত"—ইতি গজ—
পশিল না শ্রবণে তাঁহার—
দুঃখে শোকে ত্যজিলেন কলেবর !

পিতৃশোকে অভিভূত হয়ে,
ক্রুরমতি অশ্বত্থামা প্রতিহিংসা তরে,
পাণ্ডুকুল করিতে নির্ম্মুল,
এড়িলেন মন্ত্রপূত ব্রহ্মবাণ—
উত্তরার গর্ভনাশ তরে।
পাণ্ডব সখা শ্রীমধুসূদন, পাণ্ডুবংশ রক্ষা তরে—
সুদর্শন চক্রে আবরিলা পথ ;
ব্রাহ্মণের রোষ ব্যর্থ হলো তা'য়।
সেই ব্রহ্মরোষ এতদিন ভ্রমি ধরাতলে,
আজি মৃতকাল সর্প হয়ে,
বিধির বিধান করিল পূরণ !
ব্রহ্মশাপে মনস্তাপে, নৃপ ত্যজিবে জীবন।
কাল পূর্ণ হয়েছে রাজার,
পাণ্ডুবংশে বংশধর জন্মেছে কুমার,
নিয়তির অখণ্ড নিয়মে—
ধরাতলে পরীক্ষিত আর নাহি প্রয়োজন।
সেথা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, বৃকোদর মহাবীর,
পার্থ, অভিমন্যু, সহদেব নকুল সংহতি,
আশাপথ চাহি সবে পরীক্ষিত তরে।
একা যুঝি সপ্তরথী সনে, অভিমন্যু দীনমনে—

ব্যূহ মাঝে, অন্যায় সমরে, মুদিল নয়ন।
ক্ষণে ক্ষণে সেথা পরীক্ষিত কথা,
জিজ্ঞাসেন কেশবে ব্যাকুল অন্তরে!
আশা তাঁর কবে চুমিবেন আত্মজ বদন।
এদিকে নাগবংশে আছে অভিশাপ,
সর্পসত্রে মরিবে সবংশ;
তাই মৃত সর্প দোলে শমীকের গলে।
ব্রাহ্মণের ব্রহ্মরোধ মৃতসর্প রূপ ধরি,
এককাযে দুই কার্য্য করিল সাধন।
সর্প কর্ম্মসূত্র—নিমিত্তের ভাগীমাত্র,
এই সূত্রে, ক্রমে, ফলিবে কত ফল।
এই সূত্রে অভিশাপ—তক্ষক দংশন,
এই সূত্রে জন্মেজয়, সর্পসত্র আয়োজন,
এই সূত্র ধরি বিধির বিধান কত হইবে পূরণ।
চল বাক্যব্যয়ে কিবা প্রয়োজন—
নিয়তির লিপি হবে না খণ্ডন।

(উভয়ের প্রস্থান)

(জলগর্ভ হইতে মূর্ত্তিমতী কৌশিকীর উথান)

(বসুমতীর আবির্ভাব)

(গীত গাহিতে গাহিতে বনদেবী গণের প্রবেশ)

(গীত)

কৌশিকী। কি হ'বে লো বসুমতি! দুঃখে কেঁদে মরি।
বসুমতী। আমি কি কহিব তোমা—শুনিয়া সিহরি।
বনদেবীগণ। ব্রহ্মশাপ হবে না বারণ?
ব্রহ্মরোষে মরিবে রাজন?
বসুমতী। চললো চললো সবে শৃঙ্গীরে বুঝাই।
কৌশিকী। হবেনা হবেনা তায় মিছে যাওয়া সই।
বনদেবীগণ। কেন কেন, সেকি শুনিবে না?
কা'র কথা সেকি রাখিবে না?
বসুমতী। ওগো! বলো বলো, তারে বুঝাইয়া বল!
কৌশিকী। ইষ্টদেবে স্মরি দেছে অভিশাপ যে লো।
বনদেবীগণ। কথা তার আর ফিরিবে না?
শাপমুক্ত নৃপ হইবে না?
বসুমতী। ওগো! কি হবে গো! কাঁদে প্রাণ—ভয়ে মরি।
কৌশিকী। ডরে কাঁদে কায়, পরীক্ষিতে রক্ষ হরি॥

(সহসা সকলের অন্তর্ধান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

তপোবন—আশ্রম।

(যোগমগ্ন মহর্ষি শমীক উপবিষ্ট)

(কৃশ ও শৃঙ্গীর প্রবেশ)

শৃঙ্গী।—হায়! হায়!
পিতার এ দুর্দ্দশা হেরি কোন্ প্রাণে রব স্থির?
এক মনে ঈশধ্যানে চিত্ত নিয়োজিত,
রুদ্ধ পঞ্চেন্দ্রিয়, বাহ্য জ্ঞান তিরোহিত,
বিনা দোষে মূঢ় করে অপমান!
এই কি সে ধার্ম্মিক প্রধান?
পিতা! পিতা!!
দেখ একবার নয়ন মেলিয়ে,
কি দশা করেছে তোমার!
পিতা! পিতা!!

শমীক।—(ধ্যানভঙ্গে) কেরে! কেরে!!
অসময়ে যোগভঙ্গ করিলি আমার?
কেও শৃঙ্গী!
কেন তাত! অসময়ে ডাকিলে আমায়?

বিষাদ আনন নেত্রে চাহি ধরাপানে,
নেত্রসারে ভাসাইছ বুক,
কি খেদে এ ভাব তব আজি, কহ বৎস!

শৃঙ্গী।—দেখ পিতা, দেখ চেয়ে, গলদেশ পানে,
কি দুর্দ্দশা করেছে তোমার।
মৃতসর্প দোলে তব গলে।

শমীক।—এই হেতু দুঃখেতে কাতর তাত!
এই দিনু ফেলি মৃত সর্প গলদেশ হতে।

(তথাকরণ)

বোধ হয় বিহঙ্গম কোন,
চঞ্চুপুটে আহারীয় লয়ে যেতে যেতে,
অন্য বিহঙ্গম সনে বাধিল বিবাদ;
তাই চঞ্চুপুট হতে তার, পড়িয়াছে মোর গলে।
আহা! পিতৃবৎসল তুমি,
মোর গলে, মৃত সর্প হেরি, পাইয়াছ মনস্তাপ!
যাও বৎস! ইথে খেদ নাহি কর—
দেহ মোরে তপস্যা করিতে।

শৃঙ্গী।—পিতঃ! কি বলিব, বুক ফেটে যায়,
ক্রোধে অঙ্গ জ্বর জ্বর তায়;
পাপাত্মা পরীক্ষিত, মৃগয়ায় শ্রান্তক্লান্ত হয়ে,

বারি আসে এসেছিল তব সন্নিধানে;
যোগে মগ্ন তাতঃ, জানিবে কেমনে।
উত্তর না পেয়ে—ক্রোধে নৃপ জ্ঞানশূন্য হয়ে,
মৃত সর্প দিয়ে গলে, করি গেল তব অপমান।
অভিমানে, বিদগ্ধ হৃদয়ে—
কৌশিকীর জলে করি আচমন্,
দিছি অভিশাপ।
সপ্তদিন হইবে না গত,
তক্ষক দংশিবে তাঁরে।

শমীক।—কি বলিলি—
কি শুনালি—পাপিষ্ঠ শৃঙ্গিন্!
দেবরূপী অতিথি, তপোবনে হইল বিমুখ,
তারে তুই দিলি অভিশাপ?
হা বিধি! এই ছিল পরীক্ষিত ভালে?
(মূর্চ্ছা)

শৃঙ্গী।—কৃশ! কি হলো—কি হলো!
কেন এ বারতা কহিনু জনকে?
পিতা! পিতা!!
ক্ষম মোরে, যদি করে থাকি অপরাধ—
(চরণতলে পতন)

(বেগে গৌরমুখের প্রবেশ)

গৌরমুখ।—কৃশ ! বল্‌রে— বল্ মোরে ত্বরা,
কি হেতু পিতাপুত্রে ধরায় শায়িত ?
কি ঘটনা ঘটিয়াছে আজি ?
কৃশ।—কি বলিব হায় !
আমা হতে আজি এই ঘটিয়াছে অঘটন।
কুক্ষণে দেখিনু রাজায়, রোষভরে যেতে চলি ;
কুক্ষণে ক্রোধবশে শুনাইনু শৃঙ্গীরে
তার পিতৃ অপমান কথা।
হায় ! নীরব এ তপোবনে—
জ্বালাইনু কি অনল আজি ?
কি না বলিবেন, মহর্ষি শমীক,
যবে শুনিবেন—আমি ইহার মূল।
ডরে কাঁপে কায়,
হ'ব ভস্ম আজি ঋষি রোষানলে।
শমীক।—(জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া)
হায় ! কি করিলি শৃঙ্গিন্ !
দেবরূপী অতিথিরে না কৈলে সৎকার—
মহাপাপ হয় তার।

মহারাজ পরীক্ষিত, ধার্ম্মিক সুজন,
পুত্রনির্ব্বিশেষে—পালেন প্রজায়,
যাঁহার আশ্রয়ে—আশ্রিত আমরা—
তাঁরে তুই দিলি অভিশাপ!
তোর এ কলঙ্ক রাশি, ঘোষিবে জগৎ,
সমীরণ সন্ সন্ বেগে বহিবে কলঙ্ক ভার।
হায়! হায়!! কার শিরে হানিলিরে বজ্র?
যোগীর তনয়, নিত্য কর যোগ আরাধনা,
ছলে কভু মিথ্যা কথা নাহি কহ—
তোর শাপ ফলিবে নিশ্চয়;
কিন্তু হায়! সর্ব্বনাশ করিলি প্রজার,
পাপের পশরা তুলিলি শিরোপরি।
হায় গৌরমুখ!
মহারাজ পরীক্ষিত, মৃগয়ায় ক্লান্ত হয়ে,
মোর পাপে বারি হেতু এসেছিলা;
আমি যোগে ছিনু মগ্ন, দেখি নাই তাঁরে,
শুনিনি তাঁহার কাতর কণ্ঠের ধ্বনি—
মনোবাঞ্ছা পূরে নাই তাঁর।
সেই অপরাধে—অভিমানি নৃপ,
মানভরে মৃত সর্প দিলা মোর গলে।

অবোধ শৃঙ্গী, তাই তাঁরে দেছে অভিশাপ—
"সপ্তদিন মাঝে, তক্ষক দংশিবে তাঁরে।"
হায়! হায়!! কি হ'বে—কি হ'বে—
কেমনে দেখাবি মুখ নরের সমাজে?
পাপিষ্ঠ শৃঙ্গিন্! হেন হীনমতি তোর
ক্রোধ রিপু তোরে এত অধিকার?

শৃঙ্গী।—পিতঃ! বিষম ক্রোধের বশে—
করেছি জঘন্য কাজ—ক্ষম মোরে তাতঃ!
শুনি তব অপমান,
বিষে যেন জ্বলে গেল প্রাণ,
তাই পিতঃ! হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে—
দিছি তাঁরে অভিশাপ।
কহ তাতঃ, কি হ'বে উপায়?

শমীক।—জানি আমি ভালমতে তোরে,
কিন্তু রে অবোধ শিশু!
আজি যে বেদনা দিয়েছ অন্তরে,—
শতবর্ষে মিলাবে না তাহা।
যাও গৌরমুখ! যাও হস্তিনায়,
ত্বরা করি পরীক্ষিতে দেহ এ বারতা।
জলে স্থলে অনলে অনিলে,

দেব নরে গন্ধর্ব্ব কিন্নরে,
সবে ক'বে—
শমীক তনয়, অভিশাপ দেছে নৃপে।
স্বরগে মরতে, পাতালে, সাগরে,
সর্ব্বগামী সমীরণ কবে ঘৃণ্য স্বরে,
শমীক তনয় করিয়াছে পৈশাচিক কায।
ওহো! কি করিলি রে!
কি মনস্তাপ, শৃঙ্গী! আজি দিলিরে আমায়।
গৌরমুখ।—ছি! ছি!! শৃঙ্গী!
কি কুকীর্ত্তি স্থাপিলি ধরায়?

(প্রস্থান)

শৃঙ্গী।—পিতঃ ক্ষম অপরাধ!
শমীক।—শোন্ শৃঙ্গী!
আজি হতে, বর্ষাবধি ফলমূল করিয়ে ভক্ষণ,
নিত্য কর অনুতাপ, প্রায়শ্চিত্ত তরে।
ক্রোধরিপু কর পরিহার,
নহে, এ পাপের নাহিক নিস্তার!
ক্রোধে ধর্ম্মকর্ম্ম নাহি রয়,
সঞ্চিত পুণ্য, পাপে পরিণত হয়!
কর ইন্দ্রিয় সংযম—পূজ নারায়ণ,

দৈববল মা'গ তাঁর কাছে।
ক্রোধে নর জ্ঞানহারা হয়,
শম গুণ কররে আশ্রয়—
ইহলোকে যদি চাহ পরিত্রাণ।
সংসারের কীট নহ,
নাহি তব বিষয়বাসনা,
নাহি তব অনিত্য কামনা,
তবে, মহারিপু ক্রোধে, কেন পো'ষ হৃদে?
ধর্ম্মকর্ম্ম তাহে যা'বে রসাতল।
যাও, আজি কর উপবাস,
কালি, পবিত্র হৃদয়ে এস মোর পাশে—
কৌশিকীর পূত নীরে করি স্নান;
কহিব, তব প্রায়শ্চিত্ত বিধান।
যাও বৎস! বিষাদে কি ফল আর।

(কৃশ ও শৃঙ্গীর প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—রাজকক্ষ]

(রাজা ও মন্ত্রী।)

মন্ত্রী।—কেন মহারাজ! বিকল অন্তর তব ?
কিবা ব্যাধি সহসা পশিল,
কেন হেন ভাবান্তর ?
মহারাণী কাঁদিয়া আকুল,
জন্মেজয়—তব মুখ পানে চাহি—
বিষাদ অন্তরে, কত কি ভাবিছে কুমার।
সভাসদ্ সবে, দুঃখে—
ম্লানভাব করেছে ধারণ।
প্রজাগণে, ব্যথিত অন্তরে দ্বারে দ্বারে ফিরে,
কহ মহারাজ! কি হবে উপায় ?
পরী।—রাজ্যত্যজি, চল, যাই পলাইয়ে!
বুঝি তার এতক্ষণে চৈতন্য হয়েছে!
ওই আসে—ওই এল !!

আমারে লুকায়ে ফেল,
বলোনা কাহাকে—পরীক্ষিত আছে হেথা।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির—বৃকোদর মহাবীর,
কৃষ্ণ সখা পার্থ, অজেয় জগতে!
তাহারাও করে নাই—ব্রাহ্মণের অপমান;
সুরাসুর নাগ নরে, কাঁপিত যাঁদের ডরে,
তাঁহারাও কায়মনে পূজিয়াছে ব্রাহ্মণ চরণ।
আমি পাপী মূঢ়মতি, অজ্ঞান অবোধ অতি,
না রাখিনু বংশের সম্মান!!
রোষ পরবশে ব্রাহ্মণের করিনু রে অপমান;
হায়! হায়!!
কেমনে নিবারি এ হৃদিভেদী বেগ!

মন্ত্রী।—বল মহারাজ!
কোন্ ব্রাহ্মণের করিয়াছ অপমান,
রাজ-কোষ শূন্য করি, দিব তাঁকে ধনরাশি,
তাহে হবে নাকি তাঁর ক্রোধ উপশম?

পরী।—কি ধন তোমার আছে,
দিবে তুমি তাঁর কাছে,
কৃষ্ণ বিনা অন্য ধন চাহেনা সে জন।
আমি মূঢ়! না বুঝিয়া করিয়াছি দোষ,

তাহে হ'বে ব্রাহ্মণের রোষ,
পাণ্ডুবংশ সমূলে নির্ম্মুল হ'বে।
ওই বুঝি এল! দেখ, কেবা চলে গেল!!
কালান্তক কালসম, ব্রাহ্মণের অভিশাপ—
বন হতে, রাজ্যে মম ওই প্রবেশিল!
বুঝি, ভস্মরাশি সকলি হইল!!
পালাও, পালাও মন্ত্রী! এখনো পালাও!!
রাজ্য ত্যজি, যাও, যথা নাহি মম অধিকার!
এখনো বাঁচিবে—প্রাণে রক্ষা পা'বে!
এখনও পলাইলে ভস্ম নাহি হবে!!

মন্ত্রী।—পাপ কথা আর, নৃপ, আনিও না মুখে!
বৃদ্ধ জীবনের নাহি অন্য সাধ,
চাই শুধু দেখিবারে তোমার মঙ্গল!
কি দেখে এ ভাব ধরেছ রাজন!

পরী।—সচিব প্রধান!
এখনও ভস্ম নাহি হ'ল দেহ!
কাল অগ্নি এখনও জ্বলে নাই হস্তিনায়?

(শূন্যদৃষ্টি)

দেখ, দেখ, তপে মগ্ন মহাযোগী,
মৃতসর্প দোলে তাঁর গলে!

সহসা ভাঙ্গিল ধেয়ান,
রোষভরে মেলিল নয়ন,
কহিল সে—
ভস্ম হোক্ পাপী পরীক্ষিত !

(শূন্যদৃষ্টি)

ওই দেখ মৃতসর্প জীবিত হইল,
ওই বুঝি ফণীবর ভূতলে নামিল,
যাদু মন্ত্রবলে চলিয়া আসিল,
দংশিল—দংশিল—দংশিল আমায় !
রক্ষা কর—রক্ষা কর কে আছ কোথায় ?

মন্ত্রী।—কেন মহারাজ ! এত হইলেন ভ্রান্ত ?
ঘরে ঘরে প্রজাগণ সবে শোকাকুল,
যাচে নিরবধি—নৃপের কল্যাণ
সে সবারে, ভাবনায়, আকুল কি হেতু কর !

পরী।—পালাও—পালাও—রাজ্য পরিহর !
গহন কানন মাঝে, নিভৃত নির্জ্জন স্থানে,
লুকাও—লুকাও—যদি জীবনের থাকে আশ !

(শূন্যপানে লক্ষ্য করিয়া)

আমি কোথা ? তোরা কে ? কোথা যা'বে ?
কথা কেন নাহি কও ?

সজল নয়নে কি হেতু চাও ?
বল—বল—নাও তুলে নাও,
অত উচ্চে আমি নারিব যাইতে।

মন্ত্রী।—মহারাজ ! মহারাজ !!
প্রভু ! প্রভু !! আরাধ্য দেবতা !
বজ্রাঘাত কেন কর শিরে ?

পরী।—কেও ? সচিব প্রধান !
এখনও রয়েছ সাথে ?
বড় অপরাধে অপরাধী আমি !
গুরুতর পাপকার্য্য করেছি সাধন !

(শূন্য দৃষ্টি)

(সহসা) মন্ত্রী ! মন্ত্রী !! জন্মেজয় কোথা ?

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—রাজসভা]

(সেনাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও অমাত্যগণ আসীন ;
পরীক্ষিত এবং মন্ত্রীর প্রবেশ)

পরী।—সচিব প্রধান ! কোথা সেই মুনিবর ?
কেঁদে কেঁদে দিন কাটে,

অনুতাপে প্রাণ ফাটে,
সভয় অন্তরে থাকি—নহিতো অমর ॥
যা হ'বে আমার হ'ক,
হস্তিনা সুখেতে র'ক,
মোর পাপে অপরের, সভীত অন্তর!
করিয়াছি অপরাধ,
জীবনের নাহি সাধ,
প্রাণ লয়ে প্রায়শ্চিত্ত হউক সত্বর !!
তুচ্ছ প্রাণ যায় যাক্,
প্রজাগণে সুখে থাক,
তাহাদের অমঙ্গল—না হয় কাহার।

মন্ত্রী।— হের ওই মহারাজ!
বালক বসন সাজ,
আসিছেন ধীরে ধীরে তাপস সুন্দর ॥

(গৌরমুখের প্রবেশ)

পরী।— প্রণমি চরণে তব,
প্রকাশ গো! মনোভাব,
কি খেদে এ ভাব ধর, প্রকাশি বলনা ?
হয়েছে কি ব্রহ্মশাপ,

ঘুচিবে কি মনস্তাপ,
নিশ্চিন্ত হৃদয়ে কহ, মনেরি বাসনা ॥
গৌরমুখ।—কি বলিব মহারাজ !
ঋষিকুলে দিয়ে লাজ,
শমীক তনয় তোমা দেছে অভিশাপ।
শুনে, সর্প পিতৃ গলে,
ক্রোধে শৃঙ্গী গেল জ্বলে,
ইষ্টদেবে সাক্ষী করি, নিভাইল তাপ ॥
সর্ব্বনেশে অভিশাপ,
কতই ইহার দাপ,
দংশিবে তক্ষক আসি, সপ্তাহ ভিতর।
ক্ষমা কর মহারাজ !
শৃঙ্গীর এ পাপ কাজ,
বালকে হেনেছে বজ্র, না ভাবি বিস্তর ॥
পরী।— হরি বল—হরি বল,
কেন দুঃখে উতরোল,
ব্রহ্মরোষে প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে আমার !
নাহি শোক নাহি খেদ,
রেখোনা মনের ক্লেদ,
জন্মেজয় থাক্ মোর—ভাবনা কি আর ॥

প্রজাগণ সুখে রহ,
শোক ভুলে ভার বহ,
সংসারের কত ভার! ভাবনা কেবল!
এ ভাবনা গেল ঘুচে,
দিন মম ফুরায়েছে,
চল মুনি, দুঃখে শোকে ফলিবে কি ফল?
হরি বল, হরি বল, হইয়ে বিহ্বল॥

(গৌরমুখ ও পরীক্ষিতের প্রস্থান)

মন্ত্রী।—প্রজাগণ কাঁদিয়া কি ফল আর?
যাও যথা তথা, বিষবৈদ্য অন্বেষণ—
তরে; তাহে যদি রাজায় রক্ষিতে পার।
ধর্ম্মরাজ পরীক্ষিত ধার্ম্মিক সুজন!
ভাগ্যদোষে ব্রহ্মশাপ হ'ল তাঁর ভালে,
প্রজা মোরা করিব হে কর্ত্তব্য সাধন।
যত পাও বিষবৈদ্য, মিলিয়া সকলে
লয়ে এস; স্তম্ভগৃহ কর আয়োজন।
চারিপাশে র'বে তা'র যত বিষহর।
সপ্তদিন কাটাইতে ভাব নিরন্তর।
যদি কোন রূপে কাটে সপ্তদিন,
কি ভয় রাজার আর, তক্ষকের

বিষে? ব্রহ্মশাপ হ'বে তেজোহীন।
হের সবে ক্রুর শৃঙ্গীর আচার!
মুনির তনয়, শম গুণহীন,
অল্পবুদ্ধি, নীচ, কোপন স্বভাব;
কি আর কহিব হায়! এ প্রবীন—
কালে, পাইনু যে কত মনস্তাপ
তার লাগি; অন্তর্যামী ভগবান!
কৃপা করি মহারাজে কর ত্রাণ।

(বেগে রাজ্ঞীর প্রবেশ)

রাজ্ঞী।—মন্ত্রী! মন্ত্রী!!
মন্ত্রী।—মা! মা!
অধম সন্তানে, কর মা অভয় দান।

(পদতলে পতন)

রাজ্ঞী।—সচিব প্রধান!
উঠ, উঠ, পদতলে কি হেতু লুটাও?
বল মোরে ত্বরা—
কি দুর্গতি হয়েছে রাজার?
নাকি, দেছে শাপ শমীক তনয়
অভাগীর শিরে হানি বাজ?
মন্ত্রী! মহারাজ কোথা!

চল যথা তথা, অভাগিনী আমি,
অভাগীরে করোনা বারণ।

মন্ত্রী।—মা! মা!! এযে রাজসভা!
চল অন্তপুরে—ত্বরিত গমনে
বিশেষ বারতা কহিব তথায়।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—পুরোদ্যান]

(বেগে রাজ্ঞী ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

রাজ্ঞী।—কই, কই মন্ত্রী! মহারাজ কোথা?
পাতি পাতি করি, সর্ব্বস্থানে ফিরি,
খুঁজিনু মহারাজে, রাজপুরী মাঝে,
নারিনু করিতে সন্ধান।
তবে, ফলিল কি বিধির বিধান?

মন্ত্রী!—মাতঃ, উতলা কি হেতু হও?
এখনি দেশে দেশে দিব সমাচার;

আসিবে এখনি,
শত শত বিষবৈদ্য রক্ষিতে রাজায়।
রাজভক্ত প্রজাগণে, কাঁদিয়া আকুল,
তুমি মা এ সময়ে হইলে ব্যাকুল,
পড়িব বিষম ফাঁদে, ভাবনা বিপুল।
অবুঝ সন্তান, হইলে অধীর,
সাদরে জননী, বুঝান্ সে সন্তান রতনে।
মার কায, এ সময়ে কর মা জননী!
রাজলক্ষ্মী, রাজপুরী মাঝে,
তুমি মা চঞ্চলা হলে, লক্ষ্মীহীনা হ'বে পুরী।

(নেপথ্যে উচ্চহাস্য)

হায় মাতঃ!
একবার, দেখ চেয়ে মহারাজ পানে।
তুমি না বুঝালে—উন্মত্ত রাজায়,
রাজপুরে কে আছে ধীমান্—বুঝায় তাঁহায়?
ঘরে ঘরে প্রজাগণে করে হাহাকার
শুষ্কবন, যথা দাবানলে,
একে একে সকলি পুড়ায়,
তেমতি এ সমাচার, মাতঃ,
একে একে পশিতেছে সকলের কাণে,

দাবানল সম পুড়া'য়ে হৃদয়।
রাজপুরে, ক্রন্দনের রোলে গগণ বিদরে,
এ সময়ে ব্যাকুলা হ'য়োনা, জননী!

(পরীক্ষিতের প্রবেশ)

পরী।—(উচ্চহাস্য) কেমন?
উপযুক্ত প্রতিফল হয়েছে তোমার!
আর যা'বে মৃগয়ায়?

(উচ্চহাস্য)

মনে কর তুমি, "রাজচক্রবর্ত্তী আমি,
সভয়ে সকলে কহিবে কথা।"
কেমন?—চূর্ণ তব দর্প অহঙ্কার!

রাজ্ঞী।—মহারাজ! আমি দাসী তব।

পরী।—আর সে কথা শুনিনা,
যখন দিয়েচ সর্প শমীকের গলে,
সেই সর্প, তক্ষক হইয়ে, দংশিবে তোমায়।

(উচ্চহাস্য ও প্রস্থান)

মন্ত্রী।—চল মাতঃ! বিলম্বে কি ফল আর?
চল ত্বরা, মহারাজে করিগে যতন।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—রাজপথ]

(কয়েকজন প্রজার প্রবেশ)

১ম।—আরে তা' যেন হ'লো, না হয় একটা অপরাধই করেছেন—তা'বলে কি এই রাজ্যি জুড়ে হাহাকারটা তুল্‌তে হয়?

২য়।—তা' বই কি? শাপ দিবি দে। একেবারে অত বড় শাপ না দিলিই হতো। তোর গলায় শাপ জড়িয়ে দিয়েছেন, তুই না হয় রাগ করে সেটা ফেলে দে; তা'তে যদি রাগ না মেটে, আগে রাজাকে খবর দে, যে, তুই রাগ করিচিস্‌ —কিছু না পেলে তুই শাপ দিবি। রাজার ধনভাণ্ডারে অবারিত দ্বার! ব্যাটা বড় মানুষ হয়ে যেতিস্‌! তা' না' হয়ে একটা শুক্‌নো শাপ দিয়ে তুইও কিছু পেলিনা—আর আমাদেরও সর্ব্বনাশটা কর্‌লি।

৩য়।—আরে সেটা শাপ দেয়নি, তার নাকি একটা রাগী ছেলে আছে, সেই বাপের গলায়

মরা শাপ দেখে “রাজাকে এক সপ্তাহের মধ্যে শাপে কাম্‌ড়াবে” বলে শাপ দিয়েছে! বুড়োটা তাই না শুনে ছেলেকে কত বকেচে—মেরেচে—বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তার পর রাজাকে আপ্যায়িত কর্‌বার জন্য, সেই সংবাদ আবার রাজার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। আহা! শুনে রাজার অঙ্গ জল হয়ে গেল আর কি? কি সুসংবাদই পাঠিয়েছেন!

৪র্থ।—সেটা নিশ্চয় বেজায় আহাম্মুখ। যখন তার ছেলের শাপের এত জোর, তখন সেও কেন বল্‌লে না—“তক্ষকে দংশন কর্‌বে বটে, কিন্তু রাজার মৃত্যু হ’বে না। বিষবৈদ্যগণ মন্ত্রবলে পুন-রায় তাঁকে সচেতন কর্‌বে।” বুদ্ধি থাক্‌লে সব হয়। যদি একটু বুদ্ধি খাটিয়ে ব্যাটা এই কথাটা বলে ফেল্‌তো, তাহলে, শাপকে শাপ বজায় থাক্‌তো—আমাদেরও সর্ব্বনাশ হতোনা।

১ম।—ওরে, মন্ত্রী মহাশয় আস্‌ছেন না?

২য়।—হ্যাঁ রে হ্যাঁ—তাইতো।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী।—কাঁদ কাঁদ প্রজাগণ!

এইরূপে দিন যা'বে, তবু নাহি কুল পাবে,
কেঁদে কেঁদে দিন হ'বে অবসান।
রাজপুরে হাহাকার—
ক্রন্দনের রোলে গগণ বিদরে
বাহিরে প্রজাগণ করে হাহাকার,
কে বুঝায় কাহারে।

(প্রস্থান)

(দুইজন ঋষির প্রবেশ)

সারেঙ্—ঢিমে তেতালা।

ব্রহ্ম-সনাতন, মধুসূদন,
কমলাপতি, দীনহীন গতি,
ভয়ভয় ভঞ্জন হে।
দর্প খর্ব্বকারী, সুদর্শনধারী,
দীন শরণ, হরি, বিপদ বারণ,
বনমালা ধারক হে।
বিশ্ব পালন, কভু বিশ্বনাশন.
রমা রঞ্জন, মনো-মোহন,
রাঙ্গা চরণ ভরসা হে।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারণ!
গোপ রমণী, তোমার কারণ—
ছিল পাগলপারা হয়ে হে!

অগতির গতি, দানহে সুমতি,
তুমি বিশ্বপতি, হের দুর্গতি,
দীন সন্তানে তব তারহে॥

৩য় প্রজা।—প্রাতঃপ্রণাম!

ঋষিদ্বয়।—জয়োঽস্তু!

১ম প্রজা।—তা' বল্‌লে চল্‌চে না, বলি মহাশয়ের এদিকে যাওয়া হচ্চে কোথায়?

২য় ঋষি।—রাজবাটী।

৪র্থ প্রজা।—বটে! তা অগ্রেই সেটা হৃদয়ঙ্গম করা হয়েছিল! নইলে, এখান থেকে গলাটা সানিয়ে নেওয়া হচ্ছে—বিষ মন্তর্ ঝাড়্‌তে হ'বে কিনা। বলি, এবার কি জন্মেজয়টাকেও সাবাড় কত্তে এসেছেন? না, রাজাকে আরও দুটো চারটে শাপ দেবেন?

১ম ঋষি।—কেন বাপু কর পরিহাস?
ধর্ম্মরাজ পরীক্ষিত—ধার্ম্মিক সুজন,
পুত্র নির্ব্বিশেষে পালেন প্রজায়,
স্বরগে, মরতে, পাতালে, সাগরে,
সবে, সদা তাঁর গুণ গায়,
কি হেতু তাঁহারে, শাপ দিব মোরা?

৩য় প্রজা।—বোঝা ভার! শনির দৃষ্টি! বল্‌লে কি হয়, ওটী যে তোমাদের স্বভাব! মানুষকে দেখ্‌লে, বাঘের ক্ষিদে না থাক্‌লেও কামড়ায়—

২য় ঋষি।—সত্য কহি, মোরা শুভ-অভিলাষী,
আশীর্ব্বাদ করি নৃপে—
যা'ব চলি—বিন্ধ্যাচল পানে।

২য় প্রজা।—ওহো! তবে তোমরা আদত বিষয় কিছু জাননা? যাচ্চ—যাও, আদায়ের চেষ্টায় গেলে আর কিছু হচ্চে না বাপু! এবার শতমুখী বন্দোবস্ত।

৪র্থ প্রজা।—আর এখানে কিছু বন জঙ্গল নেই যে শাপ দিয়ে লুকুবে—এখানে এক কোপে সাবাড়—

১ম ঋষি।—কি বলিলি পাপিষ্ঠ পামর!
বিদ্রূপ ভিন্ন কথা নাহি কও?
দিব শাপ—যা'বে রসাতলে।

১ম প্রজা।—কেন গোল কর বাপু! ও সব চোক্‌রাঙানি এখানে চল্‌বে না। রাজা পরীক্ষিত ধার্ম্মিক প্রধান—তাঁর ধর্ম্মভয় আছে—শাপ

ট্যাঁপের ভয় ডর তিনি রাখেন—আমাদের কাছে ওসব আড়ম্বর খাট্‌বে না।

২য় ঋষি।—চল ভাই!

বিবাদে নাহিক প্রয়োজন,
ক্রোধ কর পরিহার।
চল ত্বরা করি, রাজবাটী পানে,
আশীর্ব্বাদ করি মহারাজে, করিব প্রয়ান।

৪র্থ প্রজা।—হ্যাঁ—সেই কথা ভাল, সেখানে নরম মাটী আছে কাম্‌ড়াওগে।

(সকলের প্রস্থান)

(পট-পরিবর্ত্তন)

(দৃশ্য—বিদূষকের বাটীর সম্মুখ)

(কয়েকজন বিষবৈদ্যের প্রবেশ)

১ম।—শাপে কামড়ালেই কি আর মানুষ মরে? তবে আর মন্ত্র তন্ত্র সব রয়েছে কি জন্যে?

২য়।—তোমার আর বিদ্যে প্রকাশে কাজ নাই। গোখুরার বিষ সাম্‌লাতে পারেন না—কেউটের কাছে যান্—

৩য়।—শেকড়ে সব হয়—শেকড়ে সব হয়—

৪র্থ।—মা মন্‌সার পূজো দিয়ে এসেছিস্?

২য়।—কিছু পেলেই দিই—শুধু হাতে কি আর পূজো দেওয়া চলে? আগে নিজের উদর পূরণ—তবেতো পূজার আয়োজন—

১ম।—তবেই হয়েছে—উদরের বন্দোবস্ত ভেবে তবে তুমি ঠাকুর দেবতার পূজা দেবে?

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদুষক।—আহা—হা—হা—হা—বলি, ও উদর পূরণ উদর পূরণ গোছের একটা কথা শুন্‌লেম না? দোহাই ভাই সকল! বহুকাল ও চাষবাস উঠে গিয়েছে। ঘরে ঘরে মরাকান্না; মায় গৃহিণী পর্য্যন্তও কেঁদে কেঁদে ব্যয়রাম করে ফেল্‌বার চেষ্টায় আছে; ও উদর পূরণের কথাটা আর কেউ বলে না। হায়! হায়!! কি কুক্ষণেই মৃগয়ায় যাওয়া গিয়েছিল—

৩য়।—মহাশয়ও কি মৃগয়ায় গিয়েছিলেন নাকি? কি সাপে কামড়েছে মশাই?

বিদূ।—কামড়েছে কি হে! কামড়াবে—শুন্‌ছি।

৪র্থ।—বটে—বটে—তবে তো আরাম হয়ে গিয়েছে।

২য়।—ধুলো পড়া—আর চুম্‌কুড়ী—

১ম।—রাজার গায়ে চুম্‌কুড়ী? শূলে দেবে যে—পাজী ব্যাটা।

৩য়।—তা বল্‌লে কি হয়—ও শেকড়ের কর্ম্ম নয়—শেকড়ের কর্ম্ম নয়—চুম্‌কুড়ী—চুম্‌কুড়ী—

বিদু'—ওই তো!—এক কথায় "উদর পূরণের" কথাটা নিবিয়ে দিলে; যদি সন্ধান সুলভ কোথাও থাকেতো বলো—ওসব বাজে কথায় কি পেট ভরে? এদিকে উদর বাবাজী খাপান্ত কর্‌ছেন্—আর উনি হেথায় শুক্‌নো দুটো চুম্‌কুড়ীর কথা নিয়ে গোল কচ্চেন, ভাল কথা থাকে বলো, নয়তো সরে পড়ো; আমার দরজায় ওসব গোলযোগ পোষাবে না।

২য়।—তা' হ'বে এখন মশায়! চট্‌লে কি চলে?

বিদূষক।—আহা—হা—হা—তুমিই বন্ধু। বলতো ভায়া! শীগ্‌গির শীগ্‌গির বলে ফেলো—

২য়।—এই আমরা সব রাজবাড়ী যাচ্চি কিনা?

আশীর্ব্বাদ করুন, যেন মহারাজকে সর্পদংশন হইতে রক্ষা করিতে পারি।

বিদূ।—(স্বগতঃ) তবেতো বেজায় ভরসা দেখ্‌চি।

২য়।—তাহা হইলেই যথেষ্ট পুরস্কার পাওয়া যাবে।

বিদূ।—(স্বগতঃ) বিশ বাঁও জলে।

২য়।—তাহলে আপনাকেও বেশ রীতিমত ভোজন করান যা'বে—কেমন ?

(ব্রাহ্মণীর প্রবেশ)

ব্রাহ্মণী।—তুমি এখনও বিষবৈদ্য অনুসন্ধানে যাও নাই ? রাজ্যের সমস্ত প্রজাগণ উন্মত্ত হয়ে দেশে দেশে ছুটেছে, আর তুমি এখনও এইখানে দাঁড়িয়ে গল্প করচো ?

১ম।—আপনার বাড়ীতে কাকে কামড়েছে গা মা ঠাক্‌রুণ ! আমরা সবাই এক একজন বিষবৈদ্য —আপনার যদি কাউকে সাপে কাম্‌ড়ে থাকে, তবে না হয় পথের সংস্থানটা এইখান থেকেই করে যাই—কাকে কাম্‌ড়েছে গা !—

ব্রাহ্মণী।—বালাই—বালাই—নারায়ণ—নারায়ণ—মা মনসা জগৎগৌরী।

বিদূ।—অঁ্যা—পাজি ব্যাটারা—নচ্ছার ব্যাটারা—কাকে কি বলিস্! উনি যে আমার ব্রাহ্মণী—ওঁকে কি এই রকম করে বল্‌তে হয়?

ব্রাহ্মণী।—(বাধা দিয়া ব্যগ্রভাবে) ওগো! তুমি আবার বিবাদ কর্ত্তে লাগ্‌লে—তুমি না রাজার বন্ধু? যাও—যাও—শীগ্‌গির যাও—দেরী করোনা! যাতে রাজার জীবন রক্ষা হয়, তাই করো।

বিদূ।—ওই একঘেয়ে কথা! ওই একঘেয়ে কথা!! এদিকে যে সর্ব্বনাশ হয়!

ব্রাহ্মণী।—সেই জন্যই তো বল্‌ছি, এখনও যাও—ওদিকে যে সর্ব্বনাশ হয়—

বিদূ।—ভাবার্থই সংগ্রহ কর্‌তে পার্‌লে না। বলি সহজ কথায় যাহাকে দারুণ দাবাগ্নি বলে—বুঝ্‌তে পেরেছ?

ব্রাহ্মণী।—ঘরে ঘরে পাঁচ বৎসরের শিশু পর্য্যন্ত চীৎকার করে কাঁদ্‌চে—রাজার জন্যে সকলে উম্মত্ত হয়ে উঠেছে—আর দাবাগ্নির বাকি

কি? (কিয়ৎক্ষণ পরে) ওগো! তোমার পায়ে ধরি (তথাকরণ) রাজাকে বাঁচাবার জন্য তোমার যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

বিদূ।—বোঝালেও বুঝ্‌বেনা, তা আর বল্‌বো কি বলো; চল ভাই সকল! যা' কপালে আছে তাই হ'বে; ভাল পাগ্‌লীর হাতে পড়িছি। এদিকে যে উদরের জ্বালায় ব্রহ্মহত্যা হয়, তা' বুঝ্‌বে না—কপাল! কপাল!! বিধাতা সব সুখ দেন্ না, কপাল! কপাল!!

(ব্রাহ্মণী ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

ব্রাহ্মণী।—আহা! না খাইয়ে, বকে ঝকে পাঠিয়ে দিলুম, কাজ্‌টা ভাল হলো না (কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর) যাক্, ওসব কথা এখন ভাব্‌বার সময় নয়। নারায়ণ যদি দিন দেন, তবে ওঁকে এক দিন আবার ভাল করে খাওয়াবো। নারায়ণ! রক্ষা করো—নারায়ণ! রক্ষা করো। মহারাজকে এ বিপদসাগর হ'তে উদ্ধার কর।

(দ্বার রুদ্ধ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—কক্ষ]

(জন্মেজয় ও রাজ্ঞীর প্রবেশ

জন্মেজয়।—মা ! মা !!

রাজ্ঞী।—বাবা ! বাবা !!

জন্মেজয়।—মা ! ফলে যদি অভিশাপ ?

রাজ্ঞী।—না বাবা !

পুণ্যবান্ জনক তোমার—

জন্মেজয়।—মা ! শুনেছি ব্রহ্মশাপ

ব্যর্থ নাহি হয়।

তবে, মা কি হ'বে উপায় ?

যথা তথা যাই—শুনি হাহাকার—

ক্রন্দনের রোল উঠে গগণ ভেদিয়া ;

হ্যাঁ মা ! ব্রহ্মশাপ হবে না বারণ ?

রাজ্ঞী।—মা শিবে, শঙ্কট তারিণী !

এই ছিল অভাগীর ভালে ?

বল্ মা তারা! শিবদারা!
কোন অপরাধে, বৈধব্য ঘটাবি মোর?
আদ্যাশক্তি ভগবতী, দুর্গতি-নাশিনী!
পড়েছি বিপদে—তার মা শিবানী!
হেরি অলক্ষণ পদে পদে,
ধৈর্য্য নাহি ধরে প্রাণ,
তার মা শঙ্কটে শঙ্কট তারিণী।

রামকেলি বাহার—যৎ।

কোথায় বিঘ্ন-বিনাশিনী! (ওমা) হর-মনমোহিনী!
অভাগিনী আমি শিবে, কর দয়া শিবরাণী!
কে আছে আমার আর,
তিনি বিনা অন্ধকার,
মণিহারা হ'বে ফণী—ওমা শিব সীমন্তিনী!
পতিহারা হয় সতী,
দয়া কর মোরে, সতি!
জান মা নারীর জ্বালা, বিপদে রাখ শিবানী॥

জন্মেজয়।—মা পাণ্ডব সখা শ্রীমধুসূদন,
চিরদিন পাণ্ডুকুল তাঁহার আশ্রিত,
ডাক তাঁরে, প্রাণ ভরে বিপদ সময়।

রাজ্ঞী।—আয় বাপ্ আয় কোলে আয়!
তোরে কোলে করি,
দুই জনে মিলি, ডাকি নারায়ণে।

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

এস হরি, দুঃখহারী, বিপদ কর বারণ।
পাণ্ডুবংশ ধ্বংস হয়, বিষম শাপ কারণ॥
রাজ্যময় হাহাকার,
হ'বে কিহে ছারখার,
করুণা নয়নে চাহি, দেখ হে মধুসূদন!
তোমা বিনা পাণ্ডুকুল,
বিপদে হয়ে আকুল,
নয়ন আসারে ভাসে—দুঃখভারে অচেতন॥

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—রাজপথ]

(কাশ্যপের প্রবেশ)

কাশ্যপ।—এই তো সে হস্তিনানগরী পুণ্যময়
ভুমি, যেই খানে, কি বলিব, বলিতে সে—
সব কথা হৃদয় বিদরে, ধর্ম্মরাজ
যুধিষ্ঠির, পালিতেন প্রজাগণে, ভাবি—
সন্তানের মত। আজি হাহাকার ধ্বনি
উঠে গগণ ভেদিয়া। মাতা সন্তানের
মুখ নাহি চায়—স্তনদুগ্ধ নাহি দেয়;
নবীন দম্পতি, সোহাগ ভুলিয়া কাঁদে
আকুল অন্তরে। শস্যপূর্ণ ধান্যক্ষেত্র!
কৃষান, কর্ষণ নাহি করে আর। কোথা
সে উৎসব লহরী, প্রতিধ্বনি যা'র

উঠিত গগণ ভেদি ? কোথা বীরকুল
শত্রুবংশ করিতে নির্ম্মূল ? জয়োল্লাসে
নাহি নাচে আর তাহাদের হিয়া—শব
সম অচেতন সব বীর চূড়ামণি।
দেখেছি তটিনী, পথে, আসিবার কালে
যেন গুণ গুণরবে, দুঃখগান গাহি—
প্রবাহিতা হয়। নারায়ণ! এই ছিল
তব মনে ? আপনার বংশ, আপনিই
করিলে নির্ম্মূল—যদুবংশ সাক্ষ্য তার ;
চিরকাল পাণ্ডুকুল-অনুকুল তুমি,
আজি কেন হলে প্রতিকূল ? হ'বে—
কি শ্মশান এ অমর বাঞ্ছিত পুরী ? বিধাতঃ!
তোমার এ কল্পনা হেরি, পড়ে হে মনে
যদুবংশ ধ্বংশ কথা ; বুঝি, তেমতি এ—
পাণ্ডুবংশ একে একে করিবে নির্ম্মূল ?

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কে রাখিবে পরীক্ষিতে,—নারায়ণ তোমা বিনে।
অনুকুল চিরকাল, প্রতিকূল এত দিনে॥
কুরঙ্গ নাশিতে গিয়ে,

ফিরে এল শাপ নিয়ে,
হস্তিনায় কালনিশি আঁধারিতে জনে ॥
ধর্ম্মরাজ পরীক্ষিত,
কর বিধি তাঁর হিত,
মহারাজে রাখ হরি, কাঁদে প্রজাগণে ॥
আকুল অন্তরে সবে,
ভাবে মনে—"কি হইবে"
ঘরে ঘরে হাহাকার সর্ব্বনেশে কথা শুনে ॥
দেহ মোরে বল বিধি,
করিব বিশেষ বিধি,
সচেতন মন্ত্রবলে, করিব যতনে ॥

(প্রস্থান)

(নেপথ্যে গীত)

শ্রীরাগ—(আলাপ)

আয় নাচিতে নাচিতে, চল্ নাশি দংশনে,
পরীক্ষিত রাজনে, প্রেরি যম ঘরে।
শমীক নন্দন, স্মরি নারায়ণ,
দেছে শাপ, দংশন হ'বে না বারণ,
ব্রহ্মশাপ নাহি ফিরে ॥

(তক্ষক ও ছদ্মবেশী নাগগণের প্রবেশ)

তক্ষক।—এই বেশে, যাও সবে, আশীর্ব্বাদ ছলে,
যথা স্তম্ভগৃহে, মহারাজে ঘেরি, যত
বিষহর, নিয়ত অপেক্ষায় আছে মোর।
অতি সাবধানে উপনীত হও তথা ;
কেহ না জানিতে পারে, অভিলাষ কিবা
তোমা সবাকার ! যাও ত্বরিত গমনে।

(ছদ্মবেশী নাগগণের প্রস্থান)

কাঁদ কাঁদ হস্তিনাবাসী !
কাঁদিবার দিন তোমা সবাকার।
সাধ করি কি সর্ব্বনাশ সাধিবারে যাই,
সাধ করি কি প্রজাগণে কাঁদাইতে চাই,
বিধির আদেশ—নিয়তির অখণ্ড নিয়ম,
কার সাধ্য ভাঙ্গে গড়ে তায় ?
হায় ! শুনি এই হাহাকার ধ্বনি—
ইচ্ছা হয় ফিরি যাই আবাসে আমার।

(কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর)

কি করিব ! সাধ্য নাহি বাঁচাতে রাজায় !
যা'র কর্ম্ম সেই করে, লোকে শুধু কেঁদে মরে,
"আমি" "তুমি" "সে আমার"

"আমি তা'র—"
বৃথাই ভাবনা কেবল, তবু চোখে ঝরে জল।
(কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর)
কেমনে দংশিব রাজায় ?
পুণ্যবান পরীক্ষিত, দেহ তাঁর পুণ্যময় !
দংশনে, ফলিবে কি ফল ?
ভাবি তাই—
অনুমতি বিনা—দংশিব না তাঁয় !

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—অন্য রাজপথ]

(কাশ্যপের প্রবেশ)

কাশ্যপ।—যদি কোন রূপে রাজায় রক্ষিতে পারি,
মনের বাসনা পূরিবে আমার।
পা'ব বহুধন—দীনজনে বিতরিত তাহা,
এই হাহাকার ধ্বনি নাহি রবে আর ;
আজি ঘরে ঘরে প্রজাগণে কাঁদিয়া আকুল,

কালি উৎসবে উল্লাসিত হইবে বিপুল!
হ'বে কি ব্যর্থ মম মন্ত্রবল ?
না—না—বৃথাই ভাবনা কেবল।

(কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর)

উঃ—চরণতো চলে নাকো আর,
শ্রমে ক্লান্ত দেহ, অবসন্ন প্রায়,
বসি, ক্ষণকাল ওই তরুবর তলে।

(উপবেশন ও চিন্তা)

ভাবি মনে, কপাল লিখন খণ্ডন না যায়,
তবে ছার, ক্ষুদ্র আমি,
কেমনে রক্ষিব রাজায় ?
যদি লিপি এই বিধাতার,
রক্ষিতে রাজায়—কি সাধ্য আমার ?
তথাপিও যেন আশা হয় মনে।
বিধাতার লিপি হ'বে কি এমন ?
যুক্তি তার পুণ্যবান পরীক্ষিত,
ভ্রমে কভু মিথ্যা নাহি ক'ন,
কোন পাপে হেন দণ্ড উপযুক্ত তাঁর ?

(ছদ্মবেশী তক্ষকের প্রবেশ)

তক্ষক।—ভাবনায় আর ফলিবে কি ফল ?

যাই ত্বরা করি, বিধি লিপি হউক পূরণ,
ব্রাহ্মণের বাক্য হউক সফল।

(ইতঃস্তত দৃষ্টি করিয়া)

কে এ ব্রাহ্মণ! ভাবনায় নিমগন?
ঘরে ঘরে শুনি হাহাকার,
বুঝি, ভাবে মনে অকুল পাথার!
জিজ্ঞাসিব? না—না—
জিজ্ঞাসিয়ে কিবা ফল,
ব্রহ্মপাশ কভু হ'বেনা বিফল।

(কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর)

এক মনে এতই কি ভাবিছে ভাবনা?
নহে যোগে মগ্ন, বুঝি শোকে সমাচ্ছন্ন;
আহা হস্তিনাবাসী!
তোমাদেরি সর্ব্বনাশ তরে,
আসিয়াছি এ বেশ ধরে,
হাহাকারে হাহাকার বাড়িবে এখনি।

(ইতঃস্তত নিরীক্ষণ করিয়া)

কে বাপু!
লভিছ বিরাম তরুবর তলে?
হেরি তোমা, জ্ঞান হয় মম,

বিষম ভাবনা স্রোতে ঢালিয়াছ প্রাণ মন ;
বয়সে নবীন, কিহেন ভাবনায় নিমগন ?
পৃথিবীর উচ্চকার্য্যে হও ব্রতী,
জীবের কর্ত্তব্য করহ সাধন,
শুধু ভাবনা, মিছে—অকারণ।
কাশ্যপ।—প্রণমি চরণে তব দ্বিজকুল শ্রেষ্ঠ !
অনুমান মিথ্যা নহে তব,
বিষম ভাবনায় আমি আছি নিমগন,
সেই হেতু দেখি নাই তব আগমন।
যদি শ্রান্ত হয়ে থাক,
বস ক্ষণকাল তরে, এই তরুবর তলে,
বিশ্রাম লভিয়ে শ্রম কর দূর।
হেথা দুঃখী সুখী পায় সম অধিকার,
পান্থজনে শান্তি দিতে বৃক্ষের বিস্তার !
তক্ষক।—আশীর্ব্বাদ করি তোমা দীর্ঘজীবি হওঁ,
মনো ব্যাথা কিবা তব আমারে সুধাও।
কাশ্যপ।—কি আর বলিব হায় !
স্মরিলে সে সব কথা বুক ফেটে যায়।
হায় ! হায় ! ! মহারাজ পরীক্ষিত ধর্ম্ম অবতার,
ক্রূর ঋষি তনয়ের শাপে,

তক্ষক দংশনে অপমৃত্যু ঘটিবে রাজার ;
ভাবি তাই,
যদি কোন রূপে রাজায় রক্ষিতে পারি,
এই হাহাকার ধ্বনি নাহি রবে হস্তিনায় ;
আবার মাতিবে, আবার হাসিবে,
সেই হাসি সনে নিভে যা'বে দর্প অহঙ্কার।

তক্ষক।—(বাধা দিয়া) কা'র দর্প অহঙ্কার ?

কাশ্যপ।—ক্রূর শৃঙ্গীর দর্প অহঙ্কার।

তক্ষক।—(স্বগতঃ) নিভাইতে চায় দর্প অহঙ্কার,
কে এ নবীন যুবা—দর্পের আধার ?
(প্রকাশ্যে) কেমনে নিভা'বে বাপু !
তা'র দর্প অহঙ্কার ?

কাশ্যপ।—তক্ষকের বিষ করিব নির্ব্বাণ।

তক্ষক।—হাঃ—হাঃ—হাঃ—এ রহস্য মন্দ নয়,
কহ কে তুমি নবীন যুবা এত সদাশয় ?
জান নাকি তক্ষকের বিষ ধরে কত বল ?

কাশ্যপ।—জানি আমি নাগবংশে আছে যত নাগ,
জানি আমি প্রত্যেকের বিষের প্রভাব,
কিন্তু জিজ্ঞাসি তোমায়, দ্বিজ কুলমণি !
বল দেখি, পরিহাস কেন কর, শুনি ?

তক্ষক।—(স্বগতঃ) কথা শুনি চমকিত হয় হৃদি,
চাহে তক্ষকের বিষ করিতে নির্ব্বাণ?
দেব দৈত্য নর ত্রাস আমি সে তক্ষক,
তিনলোকে হেন শক্তিধর নাহি হেরি কারে—
তক্ষক দংশনে, মৃত্যু হ'তে পায় ত্রাণ।
(প্রকাশ্যে) পরিচয় দেহ বাপু মোরে!
আছে কি হেন সাধ্য তব—
যাহে তক্ষকের বিষ করিবে নির্ব্বাণ?
কাশ্যপ।—পরিচয়ে হেথা কিবা ফল?
তক্ষক।—বৃদ্ধ বলে মোরে অবজ্ঞা নাহি কর বাপু!
জানি, শুনি, পৃথিবীর দেখেছি অনেক;
যদি বয়সের দোষে, অন্যায় সাহসে মাতি
ঘটাও প্রমাদ—নিজ জীবনের কর হানি,
তাই জিজ্ঞাসি তোমায়—পরিচয় তব।
তুমিতো বয়সে নবীন,
মন্ত্রগুণে নহেতো প্রবীন,
কি সাহসে, নাহি জানি, হও অগ্রসর।
জান নাকি, মন্ত্রের অসাধ্য তক্ষক দংশন?
দংশিলে মানবে,
মন্ত্রবলে তারে কে করে চেতন,

অন্য স্থান নাহি তার বিনা শমন সদন।

কাশ্যপ।—তক্ষকেরে যদি এতই ডরাও,

শুন তবে মম পরিচয়।

আমি ধন্বন্তরি নাম ধরি, তক্ষকেরে নাহি ডরি,

মন্ত্রবলে উড়াইব তার বিষের প্রভাব।

লভিব প্রচুর ধন—

তক্ষক।—(বাধা দিয়া) ওঃ—

তাই তব এতই সাহস!

ধনলোভী দ্বিজ!

তাই যাও বাঁচাতে রাজায়?

ছি! ছি!! ভাবি দেখ মনে.

ধনলোভে কার সনে বিবাদ ঘটাও।

পরীক্ষিতে দংশিবে তক্ষক,

তুমি তার বিরোধী হইতে চাও?

কাশ্যপ।—জানিনা, কিহেতু তুমি কর পরিহাস।

হায়! নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ!

শুন ওই ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল,

পাষাণ বিদরে শুনিলে এ হাহাকার।

ভাব মনে,

শুধু অর্থ লোভে মাতি রাজপুরে যাই,

শুন তবে, বিশেষ বারতা তোমারে শুধাই।
রাজায় রক্ষিব, বহুধন পা'ব,
বিতরিব তাহা দীনজন গণে।
শুনি তব বাণি, ঘৃণা অনুমানি,
দুঃখে শোকে কাঁপে কলেবর।
জান নাহে তুমি, দ্বিজ শিরোমণি,
কাশ্যপের মন্ত্রের প্রভাব,
তাই বাহিরায় তব মুখে, এত পরিহাস।

তক্ষক।—(সহসা ক্রোধান্ধ হইয়া) সত্য কহি—
এখনও ফিরি যাও আবাসে তোমার,
নহে অমঙ্গল ঘটিবে এখনি।

কাশ্যপ।—সন্দ হয় মনে, তোর কথা শুনে,
কে তুই পাপিষ্ঠ পামর?

তক্ষক।—এখনও পারনি বুঝিতে?
শমন সম্মুখে তোমার!
আমি সে তক্ষক,
যার নামে তিনলোক ত্রাসে কম্পবান,
শুন মতিমান!
এখনও ফিরি যাও আবাসে তোমার,
নহে মন্দ ঘটিবে এখনি।

কাশ্যপ।—ভাল হ'ল,
নির্জ্জনে সাক্ষাৎ লভিনু তোমার।
যদি তুমি সে তক্ষক—ক্রূরমতি নাগ,
এতক্ষণ কেন তবে ছদ্মবেশে ভুলাইলে?
মন্ত্রবল যদি বিশ্বাস না হয়,
যাও ত্বরা করি, দংশ পরীক্ষিতে,
মন্ত্রতেজে পুনঃ নৃপ লভিবে জীবন।
মনে কর তুমি, তোমারে হেরিয়ে—
ডরে ফিরি যা'ব আমি রাজায় রাখিয়ে?
তক্ষক।—এতই সাহস তব?—বাদ মোর সনে?
ভাল, পরীক্ষিব আমি তব মন্ত্রবল।
ওই যোজন বিস্তৃত দেখ তরুবর,
দংশিব উহাতে আমি, উগারিয়ে বিষরাশি;
এখনি ভস্মরাশি হয়ে পবনে উড়িবে,
সেই ভস্মরাশি লয়ে, তরুবরে করহ সজীব,
দূরে থাকি দেখি তব মন্ত্রবল।

(প্রস্থান)

কাশ্যপ।—উঃ—কি বিষের প্রভাব!
অন্ধকারময় হলো চারিদিক!
দাবানলে যথা জ্বলে যায় বন,

জ্বলে গেল মুহূর্ত্তেকে তরুবর !
(নেপথ্যে তক্ষক) চেয়ে দ্যাখ আত্মম্ভরী দ্বিজ !
ভস্মরাশি পবনে উড়িছে ;
আঁখির পলকে,
যোজন বিস্তৃত তরু, পুড়ে হলো ছারখার,
সাধ্য থাকে এখনও কর প্রতিকার।
কাশ্যপ।—থাম্—থাম্—অহঙ্কারী বিষধর !
দর্পচূর্ণ এখনি করিব তোর।

(বেগে প্রস্থান)

(ছদ্মবেশী তক্ষকের প্রবেশ)

তক্ষক।—ওকি হ'ল ! পুনঃ তরুবর জীবন পাইল,
ধীরে ধীরে পাতা লতা ক্রমে বিকাশিল,
আশ্চর্য্য এ মন্ত্রের প্রভাব !
ছিল দর্প—চূর্ণ হ'ল আজি,
পায়ে ধরি সাধি, যদি দয়া করে বিষহর !

(কাশ্যপের প্রবেশ)

কাশ্যপ।—কহরে দুর্ম্মতি তক্ষক !
মিটিয়াছে তোর দর্প অহঙ্কার ?
মন্ত্রের প্রভাব হেরিলি পামর !
তক্ষক।—(পদ ধারণ করিয়া) ক্ষমা কর বিষহর !

না বুঝিয়া করিয়াছি অহঙ্কার,
আশ্চর্য্য তব মন্ত্রের প্রভাব।

কাশ্যপ।—ভাল, ক্ষমিনু আমি তব অপরাধ—

(সহসা স্বর্গীয় আলোকে চতুর্দ্দিক আলোকিত হওন)

(শূন্যে দৈববাণী)

পুণ্যবান বিষহর!
ফিরি যাও আবাসে তোমার।
ব্রহ্মশাপ হবে না বারণ,
বিধি লিপি হবে না খণ্ডন।

তক্ষক।—কেন তবে মিছে আর বাধা দেহ মোরে?
দেবকার্য্যে হ'য়োনা বিরোধী।
যত চাও ধন, সানন্দে প্রদানিব তোমা,
বিতরিয়ে দীনজনে পূরাও কামনা।
স্বচক্ষে দেখিনু তব মন্ত্রের প্রভাব,
জানি আমি, তোমা হ'তে, চূর্ণ হ'বে অহঙ্কার;
কিন্তু ভেবে দেখ মনে—
বিধির আদেশে আসিয়াছি আমি,
কালপুরুষ নিয়ত আছে অপেক্ষায়;
এ হেন সময়ে যদি বাধা দেহ মোরে,
দেবকার্য্যে পড়িবে ব্যাঘাত।

তুমি দ্বিজকুল শিরোমণি,
দাও মোরে বিধিলিপি করিতে পূরণ।

কাশ্যপ।—ভাল, সাধ দেবকার্য্য তুমি,
দিবনা ব্যাঘাত,
কিন্তু এই খেদ রয়ে গেল মনে—
হস্তিনার হাহাকার নারিনু নিভাতে,
পুণ্যবান পরীক্ষিতে নারিনু রক্ষিতে।
হা বিধি! এই লিখেছিলে পরীক্ষিত ভালে?

(উভয়ের প্রস্থান)

(জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ।—বাবা, ছিনু বসে গাছের ডালে,
জানি কি আমি, গাছটা যা'বে জ্বলে।
উঃ বিষের কি তেজ!
এক ছোবলে দিলে ছাই করে?
দুটো বামুনে কল্লে ঝগ্ড়া,
রাগ্টা ঝাড়্লে গাছের উপর শেষে।
যদি না থাক্তো কাশ্যপ,
পুড়েতো গিয়েছিনু আমি,
গৃহিণী আমার মর্তো আপ্শোষে।
ছিল বুড়ো বামুনের রূপ ধরে,

ঝাঁ করে চেহারা গেল বদলে,
তাই কুকুর, বানর, বাঘ, সিংহী হ'—
তা' না' একেবারে ভীষণ অজাগর সাপ্!
পালাই আমি বাপ্‌রে—বাপ্!
বেজায় ফাঁড়াটা উৎরে গেল আজ।

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—বিলাস কক্ষ]

(পরীক্ষিত, রাজ্ঞী ও জন্মেজয়)

পরী।—মিথ্যা নহে প্রিয়ে!
স্বপনে দেখেছি আমি, কালি নিশাকালে,
জ্যোতির্ম্ময় পিতৃ পিতামহগণে;
যেন অপেক্ষায় আছেন সবে—
কতক্ষণে আমি হইব মিলিত।

রাজ্ঞী —কেন মহারাজ! এত অলীক ভাবনা?
স্বপন কি সত্য হয় প্রভো!
বালক জন্মেজয়,

নাহি জানে এ সংসার কতই ভীষণ,
কেমনে ত্যজিয়ে তারে, শূন্য রাজপুরে—
যাবে চলি তুমি, সবে আকুল করিয়ে?

জন্মে।—পিতঃ!

কোথা ফেলি যা'বে আদরের জন্মেজয় তব?
আজি পঞ্চদিন রাজ্যে হাহাকার,
প্রজাগণে অন্ন জল করিয়াছে ত্যাগ,
কেহ কাহারও মুখ নাহি চায়?
সন্তানে আছাড়ি ভূমে, মাতা চলি যায়,
শস্যপূর্ণ ধান্যক্ষেত্র, জল বিনে শুষ্ক হয়,
কৃষাণ সে ভাবনা ত্যজি—
হাহাকার করিয়াছে সার।
পথে, ঘাটে, নগরে, প্রান্তরে, রাজপুরে,
সবে কহে "সর্ব্বনাশ হলো—"
"দাবানল জ্বলিয়াছে সুরম্য কাননে";
উন্মত্ত প্রজাগণে, দৌবারিকে নাহি মানে,
চাহে প্রবেশিতে রাজপুর মাঝে—
কহে সবে "একবার হেরিব মহারাজে"
আমারে হেরিয়ে, সবে কোলে তুলি লয়,
হাহাকার নিভে যায় ক্ষণকাল তরে।

তাই আমি প্রতিদিন ঘরে ঘরে যাই,
প্রজাগণ তাহে শান্ত হয় ক্ষণকাল।
মোর মুখ চাহি, স্নানাহার করে,
মাতা, শিশু সুতে কোলে তুলি লয় ;
অমাত্যগণে, দুঃখশয্যা পরিহরি,
রাজপুরে আসি,
শূন্য সিংহাসন তলে বসি—
রাজকার্য্য দেন মনোযোগ।

জন্মে।—পিতঃ ! কেন তবে অলীক ভাবনা ভাবি,
বজ্রাঘাত কর হস্তিনানগরে ?
ক্রুর ঋষি-তনয়ের প্রতিহিংসা তরে,
ব্রহ্মশাপ যদি হইত সফল,
ধিক্ তবে বিধাতার সৃষ্টি, স্থিতি, লয়,
ধিক্ তাঁর মানব সৃজন !

পরী।—যা' বলিলে জন্মেজয় !
আর বলোনা—বলোনা—
পাপ কথা আর আনিওনা মুখে !
সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, কে করে নির্ণয়,
হয়তো লিপি এই বিধাতার ;
ব্রহ্মশাপে, তক্ষক দংশনে—

অপমৃত্যু ঘটিবে আমার।

রাজ্ঞী।—কেন মহারাজ! অশুভ ভাবনা কর?
যদি লিপি এই বিধাতার, হউক পূরণ,
বজ্রাঘাত হ'ক মোর শিরে,
হাহাকারে ফেটে যা'ক্ হস্তিনানগরী;
জন্মেজয়ে স্থাপি শূন্য সিংহাসনে,
চলে যা'ব দোঁহে, স্বর্গপুর পানে।
মনে কর, একা যা'বে মহারাজ!
হবে না—হবে না—
পতি ছেড়ে সতী কভু ধরায় র'বেনা—

(প্রস্থান)

পরী।—জন্মেজয়! যাও বৎস মাতৃসনে,
জননীরে করগে' সান্ত্বনা।

জন্মে।—যথা আজ্ঞা তাত!

(প্রস্থান)

পরী।—কেন মন আজি এত হ'তেছ অস্থির?
যদি দিন হয়ে থা'কে, যা'ব তথা—
ধরা ত্যজি, যথা মানবের নাহি অধিকার।
গত নিশাকালে, পিতৃ পিতামহগণে,
আশ্বাসে আশ্বাসিত করিয়াছি আমি;

সত্বর মিলিব তথা—খেদ কিবা তা'য় ?
একা যুঝি সপ্তরথী সনে, জনক আমার—
অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপিলা ধরায় ;
আমি মৃত্যুভয়ে, র'ব অন্তপুরে ?
যদি ব্রহ্মশাপে অপমৃত্যু কপাল লিখন,
কার সাধ্য, কে করিবে অসাধ্য সাধন ?
পূর্ণ হ'ক ব্রাহ্মণের ব্রহ্মশাপ,
সচ্ছন্দে ধরিব বুকে বিপদ-অশনি।

(প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—রাজসভা]

(মন্ত্রী, সেনাপতি, কোষাধ্যক্ষ্য, অমাত্যগণ
ও বিষবৈদ্যগণ)

মন্ত্রী।—কুক্ষণে প্রভাত হ'ল, উজলিল দশদিক,
হস্তিনার হাহাকার, উঠিছে গগণ ভেদি ;
সরলা প্রকৃতি-বালা, নাহি জানে কোন ছলা,

বিষাদেতে পূর্ণ হ'ল তার বদন মণ্ডল।
ভো! ভো! বিষবৈদ্যগণ! হও সবে আগুয়ান,
রাজায় রক্ষিতে আজি, সবে করহে যতন।
বিধাতার সাধ কভু নয় পরীক্ষিত নাশ,
পুণ্যবান সাধুজনে তা'হে মানিবে তরাস;
সসাগরা পৃথিবীর একমাত্র অধিপতি—
পুণ্যবান পরীক্ষিত, লঘুপাপে গুরুদণ্ড—
কেন হ'বে তাঁর! বিশেষতঃ শমীক সত্বম
অপরাধ করেছেন ক্ষমা। কেন বল তবে—
নিরাশ হইব মোরা? স্তম্ভগৃহ করিয়াছি
আয়োজন, নাহি হেন ক্ষুদ্র ছিদ্র তায়,
যা'হে—অনু পরমাণু সম কীট করিবে প্রবেশ।
তাহে, তোমরা সকলে মন্ত্রসিদ্ধ মহা মহা—
বিষহর, যদি স্তম্ভগৃহ চারিধারে রহ,
কি ভয় আমার আর? আসি দুর্ম্মতি তক্ষক
ডরে ফিরি যা'বে আবাসে আবার। ব্রহ্মশাপ
ব্যর্থ হ'বে, মহারাজ জীবন লভিবে, এই
হাহাকার ধ্বনি, আজি, নিভে যা'বে হস্তিনার।

(দূতের প্রবেশ)

দূত।—মহামান্য সচিব প্রধান! জন কয়েক

ঋষি মহারাজের সাক্ষাৎ বাসনায় দ্বারে দণ্ডায়মান। আপনার অনুমতি বিনা দ্বারীগণে তাঁহাদিগের প্রবেশে বাধা প্রদান করিতে অগ্রসর। যদি অনুমতি হয়, তবে, তাঁহারা রাজপুরে প্রবেশ করিতে পারেন।

মন্ত্রী।—চল সবে পুণ্যবান ঋষিগণে করি আবাহন।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—প্রমোদাগার]

(পরীক্ষিতের প্রবেশ)

পরী।—এইতো সে প্রমোদাগার!

কই, শান্তি কই হেথা?

জ্বলে গেলে, জ্বলে গেল—

হৃদি তন্ত্রী ছিন্ন হ'ল,

ওই এল! ওই এল! কই ওতো এলনা,

ব্রাহ্মণের সত্য বাক্য সফলতো হলোনা।

শৃঙ্গী! কেন ভাই, দুঃখেতে কাতর এত?
শুনি হস্তিনার হাহাকার,
হয়েছে কি মনের বিকার?
অপরাধ মোর—কি দোষ তোমার ভাই!
দেছ শাপ—হউক সফল তক্ষক দংশন।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী।—মহারাজ! স্তম্ভগৃহ করিয়াছি আয়োজন,
চল তথা ত্বরিত গমনে।
আজি ভানু অস্তাচলে গেলে—
ব্রাহ্মণের ব্রহ্মশাপ হইবে বিফল,
নিভে যা'বে হস্তিনার দারুণ এ হাহাকার।

পরী।—সচিব প্রধান! কার তরে করিছ যতন?
"তুমি"—"আমি"—"রাজা"—"রাণী"—
সকলি অসার!
ভেবে দেখ মনে, কেহ কা'র নয়।
তুচ্ছ প্রাণ, আজি যদি রাখি বিপুল যতনে,
কালি কে জানে, র'ব কি না র'ব
এ মর ভুবনে?
কখন কি ভাবে এসে, কৃতান্ত করাল বেশে,
লয়ে যা'বে পিঞ্জরের পাখাটি আমার,

জানিবে না, দেখিবে না—হ'বে হাহাকার সার।
দেখ মন্ত্রী! এতক্ষণে স্মৃতিলোপ প্রায়,
জিহ্বা যে জড়ায়ে যায়—স্বর না জুয়ায়।
ভাবিনি? ভেবেছি অনেক!
সার নাহি তায়।

মন্ত্রী।—মহারাজ! সপ্তদিন অবসান প্রায়,
যদি কোন রূপে ব্যর্থ হয় তক্ষক দংশন—
সেই আশে শুধু, করি এত আয়োজন।
সেথা, মহা মহা বিষহর, ঘেরি স্তম্ভগৃহ,
মন্ত্রবলে তক্ষকের বিষ করিতে নির্ব্বাণ
প্রাণ, মন, দেহ, করিয়াছে পণ।
তক্ষকের সাধ্য নাহি প্রবেশে তথায়!

পরী।—"পরীক্ষিত"—"রাজা"—
"হস্তিনার অধিপতি",
শমনের ভয় কিবা তায়?

(শূন্যে দৃষ্টি)

ওকি ছায়া! কি ভীষণ বেশ!
মন্ত্রী! মন্ত্রী! চল যাই পলাইয়ে!
দেখিছ না, কালপুরুষ সম্মুখে আমার?
বামে—দক্ষিণে—সম্মুখে—পশ্চাতে—

এত ভীষণ মূরতি সব এল কোথা হতে ?
ছায়া ! ছায়া !! শমনের ছায়া !
ধরায় সম্বন্ধ ফুরা'ল আমার।

(ক্ষণকাল চিন্তার পর)

ছায়া ! ছায়া !! ছায়াবাজী সব,
কার দেহ ? এই লয়ে কেন এত কলরব ?
পঞ্চভূতময় দেহ, পঞ্চভূতে মিশে যা'বে,
দুদিনের লীলা, খেলা দুদিনে ফুরা'বে,
শুধু আত্মা, এইরূপে ছায়া হয়ে র'বে।

(শূন্য দৃষ্টি)

তোমরা পুনঃ এলে কোথা হ'তে ?
এত জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি কেন সম্মুখে আমার ?
আমি পাপী !
নরকের লোকে লয়ে যা'বে মোরে,
তোমরা কেন অপেক্ষায় আছ মোর তরে ?

(সহসা)

ওকি ! ধর—ধর—দংশিল আমায় ;
রক্ষা কর—রক্ষা কর কে আছ কোথায়।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—স্তম্ভগৃহ]

(পরীক্ষিত, রাজ্ঞী, জন্মেজয়, মন্ত্রী, ঋষিগণ ও বিষবৈদ্যগণ)

পরী।—গাও গাও সবে, কর হরি সঙ্কীর্ত্তন,
অল্পক্ষণ মাত্র আর র'ব এ ধরায়;
পূজ্যপাদ মুনি ঋষিগণ! তোমাদের
মুখে শুনি হরি গুণগান তৃপ্ত হ'ল
আজি মোর স্থির কর্ণদ্বয়। আয়ুহীন
জনে, যদি জীবনের অবসান কালে,
এইরূপে হরিনাম করয়ে শ্রবণ,
পঞ্চভুত মত দেহ তা'র পঞ্চভূতে
মিশে গেলে, হরিপাদপদ্মে, আত্মা তার
নিশ্চয় হইবে লীন, সন্দ নাহি তা'য়।

(ঋষিগণের গীত)

কীর্ত্তন—একতালা।

(আহা) হরি-হরি-বল হে,
মিটে যা'বেরে মরণ ভয়!
নম পরমাত্মনে জ্ঞানময়।
নম বিশ্বপতে বাসুদেব!
(ওহে) দয়াময়, পাই ভয়, রাখ রাখহে নররায়।
জগতপতে করুণাময়!
দেহ দীনজনে এ অভয়;
হরি দুঃখহারী, বিপদেতে তাই স্মরি,
দেখ বিপদ সাগরে ডুবিয়া মরি,
কর্ণধার হয়ে তুমি, রাখ তরি হরি।
অকুল তুফানে তরি ভেসে যায়,
ডো'বে তরি ভয়ে মরি,
করুণা কর, শুনি হাহাকার,
কি দোষে কাঁদাতে চাও?

পরী।—কেন সবে আকুল হইছ এত?
নাহি জানি কায়া সনে—
আত্মা আর, কতক্ষণ রহিবে জড়িত।
মন্ত্রী।—মহারাজ! হের দিবা অবসান প্রায়,
আসিবে কি না আসিবে, কে করে নির্ণয়,

বোধ হয় স্তম্ভগৃহ হেরি, ভরে ফিরি—
গেছে তক্ষক দুর্ম্মতি, বিবরেতে তা'র।

পরী।—কি কহিলে সচিব-প্রধান! স্তম্ভগৃহ
হেরি, ডরে ফিরি গেছে আবাসে আবার?
ব্রাহ্মণের সত্যবাক্য হলোনা সফল?
ত্যজ মোরে, স্তম্ভগৃহে আর নাহি র'ব,
পাপের উপরে পাপ কিহেতু বাড়া'ব।
হরি দয়াময়! কোথা তুমি এসময়?

ভৈরবী—একতালা।

হরি হরি বলে, চারিদিকে চাই,
হরিরে তো আমি দেখিতে না পাই,
এস দুঃখহারী, কোলে তুলি লও,
হরি কোথায়, হরি কোথায়, হরি কোথায় হায়!
ভানু ডুবিল পশ্চিম গগণে,
এখনও কেন, দেখি নয়নে,
অসার দেহ রেখেছি যতনে,
অথবা ঘৃণায় ছোঁয়না শমনে,
হরি কোথায়, এস হেথায়, মুক্তি দাও আমায়!

১ম ঋষি।—ব্যাকুল রাজন! শুনহে বচন,
তুমি যা'বে কোথা—ত্যজি প্রজাগণ,
শুন হাহাকার করিয়াছে সার,
যা'বে কোথায়, যা'বে কোথায়, কাঁদায়ে সবায় হায়!

পরী।—কেন আমারে, রাখিছ—ধরে,
আয়ুহীন জনে রাখিতে কে পারে,
হইয়াছে দিন, আমি দীনহীন ;
যাইব হে তথা, যথা সবে যায়—
হরি কোথায়, হরি কোথায়, হরি কোথায় হায়॥

(ঋষিগণের গীত)

ললিত কীর্ত্তন—একতালা।

বিশ্বপালন, বিশ্বনাশন, ওহে মধুসূদন হরি!
তুমি করুণাময়, হও হে সদয়, হে বিপদ কাণ্ডারী।
সবে স্মরি তোমারে, বিপদে তরে, হে ভব ভয়হারী!
ওহে অগতির গতি, বিশ্বপতি, রাখ নৃপে কৃপাকরি।
ধার্ম্মিক জনে, লইলে শমনে, অন্যায় কারণে, হরি!
কে আর গাহিবে নাম, কেন হলে এত বাম, দর্পহারী!
আর র'বে না, ধর্ম্ম স'বেনা, পরীক্ষিতে রাখিতে যদি নারি,
হস্তিনাবাসী হয়ে উপবাসী, মরিবে ওহে শ্রীহরি।

পরী।—গাও গাও, হরিনামে মাতাও পরাণী,
হরিনাম কর সার, যতক্ষণ দেহে রহে প্রাণ ;
জননী জঠরে যবে আবদ্ধ আছিনু,
তখন কি জানিতাম, সংসার ভীষণ!
এ সংসারে শুধু খেলা, খেলিতে জনম,

খেলিবার দিন মম হ'ল অবসান।
সচিব প্রধান! এখনো অটুট আছে
জ্ঞান, এই বেলা শুন শেষ নিবেদন।
জন্মেজয়ে ধর মন্ত্রী! সঁপিনু তোমার
করে। সযতনে রাজনীতি—শিখাইও
কুমারে, আপন কর্ত্তব্য ভাবি, যতনে
রাজকার্য্য শিক্ষা দিও দীক্ষাহীন জনে।
বালক জন্মেজয়, নাহি জানে কেমনে
এ সংসারে জীবন কাটাইতে হয়, তাই
শেষ অনুরোধ—তারে শিখাতে যতনে।
জন্মে।—পিতঃ নিদারুণ বাণী শুনি তব মুখে,
ভাবি মনে অকুল পাথার, সত্যই কি
তুমি ধরা ত্যজি যা'বে—কাঁদায়ে সবায়?
পরী।—(স্বগতঃ) হায়! মায়ায় আচ্ছন্ন জীব!
চাহে শুধু আপনার করিতে সবায়।
হায়! কেহ কার নয়—
এ ধরায় কেহ নহে আপনার।
ক্ষণস্থায়ী নশ্বর জীবন,
এর তরে করে কতই যতন,
"আপনার" "আপনার"

কহে শুধু বারবার,
মিছে আমি, মিছে তুমি, মিছে হাহাকার।
কলরবে বধির শ্রবণ,
মমতায় সমস্যা ভীষণ,
কেবা জানে কা'র তরে এতই যতন।
আজি আছি, কাল নাই,
সংসার এ ভীষণ ঠাঁই,
শমনের করে নিস্তার নাহিক কা'র।
মাতা কত সাধে ননির পুতলি সুতে,
স্তনদুগ্ধ দানে বাঁচান জীবন,
তাঁর সাধ কভু নয়—
কাঁদায়ে তাঁহারে সন্তান চলি যায়;
কিন্তু ঘটে কি এমন?
সে সাধে বিষাদ কি ঘটেনা কখনো?
এ সংসার পরীক্ষার স্থল!
মায়ামোহে জড়িত মানব,
নাহি জানে সংসারে সম্বন্ধ কি তা'র।

মন্ত্রী।—জানি মহারাজ!
এ সংসার পরীক্ষার স্থল!
জেনে শুনে তবু এ পরাণ কাঁদে।

দেখ দেখ নররায়! ভানু অস্তে যায়,
পোহাইল আজি বুঝি দুঃখ বিভাবরী,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবতা সকল।

(ছদ্মবেশী নাগের প্রবেশ)

নাগ।—মহারাজ! ধার্ম্মিক সুজন!
আশীর্ব্বাদ করি তোমা দীর্ঘজীবি হও।
সুস্বাদী এ বনফল করিয়ে ভক্ষণ,
হরিনামে মাতাইয়ে প্রাণ,
কাটাইয়া দাও সপ্তদিন।

ভৈরবী—একতালা।

ভো ধার্ম্মিক রাজন!
করি তোমা আশীর্ব্বাদ দীর্ঘজীবি হও।
কেন হে ব্যাকুল এত, মরণের ভয় কিবা,
মরিতে হ'বেহে যদি, ভাবনা তাড়াও॥
আজি বা দুদিন গতে, যেতে হবে ধরা ত্যজি,
তবে কেন বল আর সবারে কাঁদাও॥

পরী।—আর নাহি মম মরণের ভয়।
কোথা সে তক্ষক, দিন যে ফুরায়ে যায়।
নাহি শান্তি, নাহি সুখ, বিধাতা বিমুখ,
সংসারের যত ভার ফুরায়েছে মোর।

সতি, পতিব্রতা তুমি—
অন্তিমে, কেন আর মায়ায় জড়িত কর ?
ধরেছি নশ্বর দেহ, আজ বা দুদিন গতে—
যেতে হবে ত্যজি, এই আবরণ ;
বৃথা চেষ্টা, এত যত্ন, এত আয়োজন ?

(ছদ্মবেশী নাগ দত্ত ফল লইয়া)

হের সবে ফল মাঝে ক্ষুদ্রকীট,
ছিল পরমাণু সম—হতেছে বর্দ্ধিত।
নাগরাজ !
মায়াবলে, কীটরূপ ধরি—
যদি ফল মাঝে কর অবস্থান,
ধর শীঘ্র মূরতি আপন,
প্রস্তুত রয়েছি আমি,
পূরাইতে ব্রাহ্মণ বচন !
দেখ দেখ বিষবৈদ্যগণ !
ক্ষুদ্রকীট, হ'ল, মক্ষিকার ন্যায়,
ক্রমে দেহ হতেছে বর্দ্ধিত ;
নারায়ণ ! নারায়ণ ! হে মধুসূদন !!
একবার শেষ নাম করি উচ্চারণ,
যেন পদপ্রান্তে তব লুটাইতে পাই।

(রাজ্ঞীর অস্ফুট রোদন)

কেন সতি! কাঁদিয়ে অকুল কর?
আমি কার, কে আমার,
তুমি কার, কে তোমার,
ভেবে দেখ সকলি অসার।
যতদিন ধরায় মানব রয়,
সম্বন্ধের স্রোত ততদিন বয়,
ফুরাইলে পর্থিব যন্ত্রণা—
কে জানে, কেবা কোথা যায়।
জানি আমি, রমণীর জীবনের সার
পতি বিনে, সকলি আঁধার,
অনাথিনী! তাই ফাটে হৃদি?
ভেবে দেখ মনে, ধরায় কতদিন আর?
আজি যদি মোরে হাসিতে হাসিতে—
বিদায় দানহ, হৃদিবেগ করি সম্বরণ,
অল্পদিন পরে পুনঃ হইবে মিলন।

জন্মে।—পিতঃ ফেলে দাও সর্ব্বনেশে ফল,
ব্রহ্মশাপ হইবে বিফল।

পরী।—গাও—গাও—কর হরি সঙ্কীর্ত্তন,
যতক্ষণ দেহে রহে প্রাণ,

ততক্ষণ কর গুণ গাণ,
হাসিমুখে বিদায় দাও গো আমায়।

(বিষ্যবৈদ্য গণের গীত)

কীর্ত্তন—তুক্ক।

দেবকী নন্দন, রাধিকা রমণ,
মনমোহন নটবর হে।
কংশ নিসূদন, কালীয় দমন,
ভবভয় ভঞ্জন, দয়াময় হে॥
হরি ব্যথাহারী, মুরলীধারী,
শ্যাম বনমালী মুরহর হে।
রাখ পরীক্ষিতে, রাখ প্রজাগণে,
এই হাহাকার, নিভাও হে॥

পরী।—শান্ত নীর, প্রশান্ত বারিধির,
সহসা পবন তাড়নে মাতি—
যেমতি উত্তাল তরঙ্গ বয়,
তেমতি আমার জীবন সাগরে—
বহিছে প্রলয় ঝড়;
তরঙ্গ দল সাথে, ধায় রঙ্গে,
ক্ষুদ্র তরি দেহ, না মানি বারণ;
কি জানি কোথায় গিয়ে হ'বে অবসান।

দেখ দেখ ক্ষুদ্রকীট ক্রমশঃ বাড়িছে,
তক্ষকের রূপ ক্রমেই ধরিছে;
এইবার হ'বে মম আয়ু অবসান।

(শূন্য দৃষ্টি)

কোথা যা'ব ? কোন দেশে র'ব ?
কে রক্ষিবে রাজ্য—সিংহাসন ?

(ক্ষণ পরে)

যাই—যাই—জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ !
তোমরা সবে লইতে এসেছ মোরে ?
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, দুর্য্যোধন,
যুধিষ্ঠির, ভীম, পার্থ, অভিমন্যু—
পিতা—পিতা—কি হেতু কাতর এত ?
ক্ষুদ্র কীট ! বিলম্ব কি হেতু কর,
ধর—ধর—ভীষণ আকৃতি—
দংশ মোর শিরে, পূর্ণ হ'ক ব্রহ্মশাপ।

(প্রস্থান)

(নেপথ্যে ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন ও চীৎকার)

(সকলের আর্ত্তনাদ ও মোহ)

(গ্রীবাদেশে তক্ষক বেষ্টিত পরীক্ষিতের প্রবেশ)

পরী।—এত দিনে পূর্ণ হ'ল ব্রাহ্মণের শাপ,

এত দিনে হ'ল মোর আয়ু অবসান,
কোথা হে পাণ্ডব-সখা শ্রীমধুসূদন,
কোলে লও অধম সন্তানে তব!

(মোহ)

মন্ত্রী।—কি হ'ল—কি হ'ল—হারাইনু মহারাজে।
হায়! হায়! সপ্তদিন হইল না গত?
বিষাচ্ছন্ন স্তম্ভগৃহ অন্ধকারময়,
বিষে, জর্জ্জরিত দেহ মহা মহা বিষহর।
এ প্রাচীন কালে—
রাজার নিধন দেখিতে হ'ল? (মূর্চ্ছা)

পরী।—(জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া)
জ্যোতির্ম্ময় দেবদূত গণে লয়ে
আসিয়াছ গোলক-বিহারী হরি!
এস—এস—কোলে তুলি লও,
পিতৃপিতামহগণ সাথে আমারে বসাও,
পা দুখানি একবার বুকে তুলে দাও,
আর জ্বালা সহিতে পারি না।
নারায়ণ! মধুসূদন! বৈকুণ্ঠবিহারী!!
অন্তিমে চরণতলে স্থান দাও অভাগায়—

(মৃত্যু)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—গোলকধাম]

নারায়ণ ও লক্ষ্মী।

(দেবদূত সহ জ্যোতির্ম্ময় ছায়ারূপে
পরীক্ষিতের প্রবেশ)

নারায়ণ।—এস ধার্ম্মিক সুজন!
দেবলোকে ল'ভ স্থান!
তুমি পুণ্যবান ভক্ত চূড়ামণি,
স্বর্গপুরে তব পূর্ণ অধিকার।
চল লয়ে যাই তোমা—
যথা পিতৃপিতামহগণে তব,
স্বরগে অতুল সুখ করিতেছে ভোগ।

(গীত গাহিতে গাহিতে স্বর্গীয় অপ্সরীগণের প্রবেশ)

বেহাগ—ঠুংরী।

জয় গোপিনী রঞ্জন, মদন মোহন,
জয় বিপিনচারী, দামোদর।

গোবৰ্দ্ধন ধারণ, মনোমোহন,

রাধিকা-মানধর মুরহর ॥

জয় ভব তারণ, দুষ্ট ত্রাস কারণ,

ধাৰ্ম্মিক রাজনে কোলে ধর।

যুগে যুগে কত রঙ্গ, দেখে মনে হয় আতঙ্গ,

ধর পরীক্ষিতে চক্রধর ॥

সমাপ্ত।

মাসিক উপন্যাস

অর্থাৎ

প্রতিমাসে প্রায় ২০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এক একখানি উপন্যাস।
ছাপা ও কাগজ এত পরিষ্কার যে দেখিলে মনে
করিবেন—

"কেমন করিয়া এত সস্তায় দিল?"

আমাদিগের এই মহদনুষ্ঠানের

বিশেষ বিবরণ।

বাঙ্গালায় যদিও ইহা নুতন ব্যাপার বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু যাঁহাদের অনুকরণে এই আয়োজনের সৃষ্টি, তাঁহাদিগের উন্নতি দেখিলে, আশ্চর্য্য ও চমকিত হইতে হয়। বিলাতে এমন অনেক প্রকাশক আছেন, যাঁহারা সপ্তাহে সপ্তাহে ৪০০।৫০০ পৃষ্ঠার উপন্যাস পাঠকগণের হস্তে প্রদান করেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহারা পুস্তকগুলির মূল্যও আবার এত সুলভ করেন যে প্রত্যেক সাধারণ লোকেই এক একখানি ক্রয় করিতে কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ করেন না। আমরা সেই পথ অনুসরণ করিয়া অন্ততঃ মাসে-মাসেও কি এক একখানি সুপাঠ্য উপন্যাস প্রকাশিত করিতে পারিব না?—অবশ্য পারিব। যাহা বিলাতে হইতে পারে, তাহা এখানে হইতে পারে না, একথা কে বলিল? তবে চেষ্টা আর অধ্যবসায় চাই—ঐকান্তিক যত্ন ও উৎসাহ চাই।

ইহাতে অসুবিধা কি?

অসম্পূর্ণ খণ্ডাকারে উপন্যাস প্রকাশিত করা কখনই যুক্তিসিদ্ধ নহে। কারণ অনেক দেখিয়া শুনিয়া আমাদের এই জ্ঞান জন্মিয়াছে যে তাহাতে ক্রেতা ও পাঠক, বিক্রেতা ও প্রকাশক, লেখক ও মুদ্রাকর—সকলেরই বিশেষ অসুবিধা হয়। অসম্পূর্ণ পুস্তক পাঠে পাঠকের মনের তৃপ্তি হয় না, কাজেই তত যত্ন করেন না, সময়ে সময়ে খণ্ড খণ্ড পুস্তক হারাইয়াও ফেলেন; বিক্রেতাও অসম্পূর্ণ পুস্তক বিক্রয় করিতে পারেন না; প্রকাশক পুস্তকের সেট ঠিক রাখিতে পারেন না, লোকে একখণ্ড চাহিলে একখণ্ডই প্রদান করিতে হয়, কিন্তু সেই একখণ্ডের জন্য তাঁহার হয়তো

পুরো সেট্ নষ্ট হইয়া যায়। মুদ্রাকর একটানা কাজ না পা
মাসে সে তিন ফর্ম্মা বা চারি ফর্ম্মায় সন্তুষ্ট হয় না, টুক
টুক্‌রা কাজে তাহাকে সদা সর্ব্বদাই জ্বালাতন হইতে হয়, ব
আর পাঁচটা কাজ হাতে থাকিলে প্রকাশকের ইচ্ছামত ঠি
সময়ে মুদ্রিত করিয়া দিতে পারে না। এদিকে পিপাসার্ত্ত চা
কের ন্যায় পাঠকগণ হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিলেও ঠিক সম
পুস্তক প্রাপ্ত হয়েন না; কাজেই, কোন দিকে সুবিধা হয় না।

সেই অভাব দূরীকরণার্থ

আমরা "মাসিক উপন্যাস" নাম দিয়া এক একখানি সম্প
(কম্‌প্লিট) পুস্তক প্রদান করিব, এইরূপ স্থির করিয়াছি।

প্রথম মাসিক উপন্যাস।

"লীলাময়ী" প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল্যের বিষয়।—রাজ সংস্করণ।

যাঁহারা আমাদের নিয়মিত গ্রাহক হইয়া স্বীয় স্বীয় নাম
রেজেষ্টীভুক্ত করিবেন, তাঁহারা এই রাজসংস্করণ।৶০ আনাতে পা
বেন। বিদেশীয় গ্রাহকের পক্ষে ডাকমাশুল ⁄০ আনা ও ভে
পেবলে লইলে কমিশন খরচা ৶০ অতিরিক্ত দিতে হইবে।

সুলভ সংস্করণ।

কাগজ রাজসংস্করণ অপেক্ষা কিছু নিরেশ। অনিয়মিত গ্রাহ
ইহাই পাইবেন।—ইহার মূল্য ॥০ আনা। বিদেশীয় গ্রাহকে
পক্ষে ডাকমাশুল কমিশন খরচা উপরোক্ত নিয়মে।

দ্বিতীয় মাসিক উপন্যাস।

"রাজকুমার" প্রকাশিত হইয়াছে।

আমরা ১৮৯১ খ্রীঃ হইতে এই মাসিক উপন্যাস প্রকাশ আরং
করিলাম,—সাধারণে আমাদিগকে উৎসাহ দান করুন।

শ্রীশরৎকুমার সেন।
১৬৩ নং মস্‌জিদবাটী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
গ্রেট টাউন প্রেস।